বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন এগিয়ে যাওয়ার গল্প

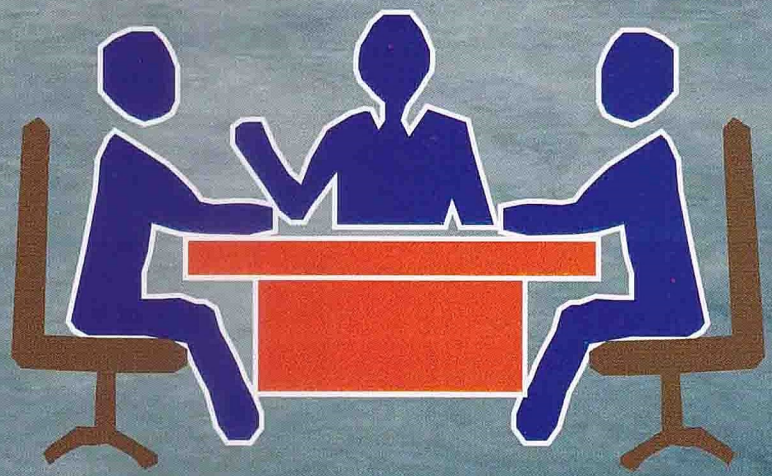

মেহেদী হাসান ডালিম
সাংবাদিক ও অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর

বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন : এগিয়ে যাওয়ার গল্প

মেহেদী হাসান ডালিম
সাংবাদিক ও অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর

বাংলাদেশ ল' টাইমস

Published and Printed by

SAMARENDRA NATH GOSWAMI
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Mediator &
Founder Chairman of Bangladesh International Mediation Society BIMS
24/1, Segunbagicha, At Present, 9, Circuit House Road,
Dhaka-1000, Bangladesh.

First Edition

April, 2022

প্রচ্ছদ

আবদুল্লাহ আল মামুন সুজন

Sales Center

Supreme Court Bar Building, 3rd Floor, Room No-11
Dhaka-1000, Bangladesh Cell: 01712-281344

Price: BDT: 200/-

বাংলাদেশ ল' টাইমস বার্তা কক্ষ থেকে

মেডিয়েশন হচ্ছে; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের শান্তির চাবিকাঠি। কেন ? সহজ উত্তর হচ্ছে- কূটনীতির একটি অংশ হচ্ছে মেডিয়েশন। তরুণ সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম কর্তৃক "বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন ঃ এগিয়ে যাওয়ার গল্প" শিরোনামে রচিত 'ক্ষুদ্রাকৃতির আলোচনা'-টি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করতে পেরে বিএলটি গর্বিত।

'কূটনীতি' কি ? 'কূটনীতি'-র মর্ম কথা হচ্ছে; পরিবারের কর্তা তাঁর নিজস্ব মেধা ও মনণ দ্বারা পরিবারের সকল সদস্যকে একই বৃন্তে শান্তির প্রতীক হিসেবে গ্রথিত রাখাই হচ্ছে 'কূটনীতি'। একটি সমাজের কিংবা একটি রাষ্ট্রের একজন আদর্শবান সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব 'অতীত ও বর্তমান' এর সুপ্রেয় অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্মিত বাহনই হচ্ছে 'কূটনীতি'। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেডিয়েশন বান্ধব কূটনীতির বাহন হিসেবে "বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন ঃ এগিয়ে যাওয়ার গল্প" গ্রন্থটি অধ্যায়নে একজন উপযুক্ত প্রজ্ঞাবান বিশ্বনন্দিত 'অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর' হওয়ার হাতছানি বৈকি !

'কূটনীতি' শব্দটি ১৭৯৬ সাল থেকে প্রচলিত এবং 'মেডিয়েশন' শব্দটি সৃষ্টির যাত্রা থেকে শুরু। যে রাষ্ট্র যত বেশী 'মেডিয়েশন' বান্ধব সে রাষ্ট্র তত বেশী সফল শান্তিকামী রাষ্ট্র। একজন 'মেডিয়েটর' তৈরীতে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজ বিনির্মাণে 'মেডিয়েটর' হচ্ছে একটি স্তম্ভ। "বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন ঃ এগিয়ে যাওয়ার গল্প" গ্রন্থটি 'মেডিয়েটর' তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। শুধু তাই নয় সফল ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক, সফল ও প্রজ্ঞাবান কূটনীতিক, সফল ও প্রজ্ঞাবান বিচারক, সফল ও প্রজ্ঞাবান আইনজীবি এবং সফল ও প্রজ্ঞাবান নাগরিক তৈরীতে 'মেডিয়েশন' এর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম তাঁর প্রাণবন্ত শব্দ চয়নে রচিত গ্রন্থটি পাঠক সমাজকে একজন সফল লেখক হিসেবে তাঁকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য একটিই আর সেটি হলো বাংলাদেশে 'মেডিয়েশন' শব্দটির ব্যপ্তি ঘটানো ও 'মেডিয়েশন' সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। 'মেডিয়েশন' সচেতন মানবিক মন গঠন করতে এ গ্রন্থটি সহায়তা দিতে পারে।

গ্রন্থটির পান্ডুলিপি সংগ্রহ থেকে প্রকাশ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ড. রাজীব কুমার গোস্বামী। বিএলটি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আবদুলাহ আল মামুন সুজন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। এ গ্রন্থটি পাঠকদের উপকারে আসলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী
সিনিয়র এ্যাডভোকেট ও মেডিয়েটর
প্রকাশক ও সম্পাদক
বাংলাদেশ ল' টাইমস্

সূচি

ভূমিকা	০৭
প্রশ্ন জাগে মনের কোণে	০৮
মেডিয়েশন আন্দোলন শুরুর গল্প	০৯
মেডিয়েশন সোসাইটির আত্মপ্রকাশ	১১
দেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন সামিট	১২
মেডিয়েশন অ্যাক্ট-২০১৮ এখন আইন কমিশনে	১৩
বিমসের 'ব্রেকফাস্ট পার্টি'	১৪
ইন্টারন্যাশনাল পিস ডে উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী	১৫
শান্তির বাণী নিয়ে বিমসের পোস্টার প্রদর্শনী	১৫
মেডিয়েশন নিয়ে কনফারেন্সে শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা	১৬
বিশ্বে মেডিয়েশন জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হবে	১৭
বিমসের ড্রান্স ড্রামা অনুষ্ঠানে ভারতের হাইকমিশনার	১৯
মেডিয়েশন নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা : শিশুদের নিয়ে ভিন্নধর্মী আয়োজন	২০
বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় ছিল স্বাধীন ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থা	২১
আফ্রিকা- এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশন: বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কমিটি ঘোষণা	২২
বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীকে আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান	২৩
কোভিডকালীন সময়ে বিচারকদের প্রশিক্ষণ : নতুন মাইল ফলক	২৪
মেডিয়েশন বাধ্যতামূলক করলেন সুপ্রিম কোর্ট : নতুন দিগন্তের উন্মোচন	২৫
সুপ্রিম কোর্টের সার্কুলার গণমাধ্যমে প্রচার করতে ১২ মেডিয়েটরের যৌথ বিবৃতি	৩০
প্রতিটি জেলায় জেলায় হবে মেডিয়েশন সেন্টার	৩২
মেডিয়েশন বেস্ট সলিউশন	৩৩
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে মেডিয়েশনের বিকল্প নেই	৩৪
সাংবাদিকদের জন্য মেডিয়েশন বিষয়ক কর্মশলা: ব্যতিক্রমী উদ্যোগ	৩৫
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার: স্বাগত জানাল বিমস	৩৬
কমিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টারের কমিটি ঘোষণা	৩৭
আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস পালন করলো বিমস	৩৮
আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন	৩৯
বিচার বিভাগে নতুন দিগন্ত : মেডিয়েশন সনদ পেলেন ২৮০ বিচারক	৪০
প্রধান বিচারপতির যুগান্তকারী বক্তব্য : নতুন মাত্রা পেল মেডিয়েশন আন্দোলন	৪১
মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১: সাতজনের নাম ঘোষণা	৪৩
মেডিয়েশন কমাতে পারে মামলাজট : গণমাধ্যমে বিশেষ প্রতিবেদন	৪৪
কক্সবাজারে আইন শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিমসের মিলনমেলা	৪৬
সিরাজগঞ্জে বিচারকদের ৪০ ঘন্টাব্যাপী এক্রিডিটেড মেডিয়েটর প্রশিক্ষণের শুভ সূচনা	৪৮
১৭০০ বিচারক দিয়ে মামলাজট কমানো সম্ভব নয়, বিকল্প ভাবতে হবে	৫০
মেডিয়েশন আন্দোলনে পথচলায় যারা প্রেরণা	৫২
বিচারপ্রার্থীদের কাছে মেডিয়েশনের উপকারিতা তুলে ধরতে হবে : বিচারপতি ইমান আলী	৫৩
মামলাজট থেকে মুক্তির পথ মেডিয়েশন ঃ বিচারপতি আশরাফুল কামাল	৫৬
মামলাজট নিরসনে ইন্টান্যাশনাল মেডিয়েশন একাডেমী প্রতিষ্ঠার আহবান	৫৭
বিমসের বিরামহীন পথচলা	৫৮
আরো যেতে হবে বহুদুর	৫৮
It cannot be denied that the broad based application of mediation mechanism will surely reduce huge backlog of cases	৫৯
ছবিতে "বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন ঃ এগিয়ে যাওয়ার গল্প	৬৩

ভূমিকা

বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতা পদ্ধতি প্রতিপালন সুপ্রিম কোর্ট থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রত্যেক বিচারক মেডিয়েটর সনদ পেতে যাচ্ছেন। সেদিন বেশি দূরে নয় সংসদেও পাশ হবে মেডিয়েশন আইন। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীর পৃষ্ঠপোষকতায়,বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস)'র হাতধরে দেশে মেডিয়েশন আন্দোলন এগিয়ে চলছে। তবে শুরুটা এত সহজ ছিলনা। "অনেক আইনজীবী বন্ধু নাক সিটকিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশে মেডিয়েশন দিয়ে কিছু হবেনা। সেই ২০০৪ সাল থেকে চেষ্টা করে আসছি। বারবার আঘাত এসেছে। তবে কখনও ভেঙ্গে পড়িনি। প্রথম থেকেই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আমি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে একমাত্র মেডিয়েশন পদ্ধতিই বিচারব্যবস্থায় মামলাজট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে। সেই বিশ্বাস থেকেই মেডিয়েশন আন্দোলন।'কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী। যিনি আইনাঙ্গনে এস এন গোস্বামী নামে পরিচিত। আসুন আমরা এক এক করে শুনি মেডিয়েশন আন্দোলন এগিয়ে যাওয়ার গল্প...

প্রশ্ন জাগে মনের কোণে

প্রথমেই প্রশ্ন জাগতে পারে মেডিয়েশনটা কি, কাদেরকে মেডিয়েটর বলা হয়? মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতা হচ্ছে একটি পন্থা। যার মাধ্যমে বিরোধীয় পক্ষগণের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যা বা বিরোধের সমাধান করা হয়। এই পন্থায় একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করেন তাকে মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী বলা হয়। মেডিয়েশন পন্থায় যিনি মেডিয়েটরের দায়িত্ব পালন করেন তিনি পক্ষগণকে তাদের মধ্যকার সমস্যা সমাধানের জন্য একজন সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেন। মেডিয়েটর সাধারণত একজন নিরপেক্ষ এবং প্রশিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে থাকেন। বাংলাদেশে দুই ধরনের মেডিয়েশন হয়ে থাকে। একটি হল ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, আর অপর একটি হলো কোর্ট এনেক্স মেডিয়েশন। ব্যক্তি পর্যায়ের মেডিয়েশন পন্থায় পক্ষগণ আদালতে না গিয়ে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একজন মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীর সহযোগিতা নিয়ে সমস্যার সমাধান করে থাকেন। অপরদিকে কোর্ট এনেক্স মেডিয়েশন পন্থায় কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে অপরপক্ষ মোকদ্দমা সম্পর্কে জানার পর আদালত সন্তুষ্টচিত্তে পক্ষগণকে মেডিয়েশনে বসার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে আদালত একজন মেডিয়েটর কে উক্ত মোকদ্দমার বিবাদমান বিষয় নিষ্পত্তি করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। মেডিয়েশনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলে আদালত কোর্ট ফি ফেরত দিয়ে থাকেন। একথা আমরা বলতে পারি মেডিয়েশনও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি পদ্ধতি। চারটি পন্থায় বিকল্প ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। যেমন, নেগোসিয়েশন, কন্সিলিয়েশন, মেডিয়েশন এবং আর্বিট্রেশন। এই চারটি পন্থার মধ্যে সবচেয়ে সহজ, জনপ্রিয় এবং যুগোপযোগী পন্থা হলো মেডিয়েশন। মেডিয়েন হচ্ছে একটি পথ যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

মেডিয়েশন আন্দোলন শুরুর গল্প

মেডিয়েশন আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী বলেন, '১৯৭৪ সালে আমি যখন আইনপেশা শুরু করি তখন থেকেই আমি লক্ষ্য করলাম সাধারণ মানুষের কিন্তু মামলার প্রতি অনীহা। এই অনীহার কারণ হচ্ছে, মামলার ফলে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, সামাজিক দিক হতে অন্যর কাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়, ছোট হতে হয়। এ কারণে সাধারণ মানুষ চায় না মামলা হোক। নিজেরা কোন মামলা করুক এটাও চায়না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা মামলায় জড়িয়ে পড়ে।এ কারণে আমাদের দেশে দিনের পর দিন মামলাজট হুহু করে বেড়ে চলছে।

বেশ কিছু দেশ ভ্রমণ করে দেখলাম ওই সমস্ত দেশে মামলাজট নিরসনে মেডিয়েশনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আনসিট্রায়াল মডেল ল' যখন গ্রহণ করছে সেখানে অঙ্গীকার করেছিলাম, বাংলাদেশে চেষ্টা করবো এই মডেল ল' টাকে কার্যকর করতে। মডেল ল' টা কি? মডেল ল' হচ্ছে বিশ্বব্যাপী একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে মামলাজট কমানোর পন্থা। শুধু মামলার জট বন্ধ করা না সেই সঙ্গে মামলার যে উৎসস্থল মানুষের মন সেটাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা। আমরা জনগণকে বোঝাবো নিজেরা সহজে কোন মামলায় যাব না এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবো মামলাতে যাতে কেউ না আসে। তাহলে সাধারণত মামলার উৎসস্থল বন্ধ হতে পারে। ভয় দেখিয়ে মামলা থেকে. জনগণকে নিবৃত্ত করা যাবে না। সামাজিক ভাবে জনগণকে বোঝানো, দুটো বিরোধী পার্টিকে একত্রে বসিয়ে সামাজিক ভাবে শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের বিরোধ নিজেরাই মিটমাট করতে পারে। সেটা জমি হতে পারে, ফ্যামিলি ডিসপুট হতে পারে। অর্থনৈতিক ডিসপুট হতে পারে। নিজের জীবনে এধরণের কাজ করে যখন সফল হয়েছি তখন কিছু আইনজীবী বন্ধুদের কাছে আলোচনা করলাম যে সেই মডেল ল'টাকে নিয়ে আমরা এদেশে প্রসিড করতে পারে কি না। সেখানে বারবার আঘাত এসেছে,

অনেকে নাক সিটকিয়েছেন। অনেক আইনজীবী বন্ধু বলেছেন মেডিয়েশন দিয়ে কোন কাজ হবে না। অনেক বাধা এসেছে। কিন্তু সেই আগে থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে একমাত্র মেডিয়েশন পদ্ধতিই বিচারব্যবস্থায় মামলাজট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন ভাল মেডিয়েটর। ভাল মেডিয়েটর তৈরির আকাঙ্খা থেকেই মেডিয়েশন আন্দোলনের যাত্রা। আমি মনে করি একজন ভাল মেডিয়েটর দ্বারা মেডিয়েশন আন্দোলন সফল হতে পারে। ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলনের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জনগণের মধ্যে একটা সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য বাংলাদেশ ল' জার্নাল পত্রিকায় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে টিচার/ছাত্রদের একত্রিত করে মেডিয়েশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মেডিয়েশন নিয়ে জনগণের সাথে মত বিনিময়,কিছু বিজ্ঞ আইনজীবীর মতামতও গ্রহণ করি। আলোচনার পর সবাই এটা স্বীকার করেছে যে, একমাত্র মেডিয়েশনই বাংলাদেশে মামলার জট কমাতে পারে।বাংলাদেশকে শান্তি প্রিয় দেশ হিসেবে গড়তে অবদান রাখতে পারে। দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই প্রথম ২০১৬ সালে কিছু আইনজীবী বন্ধুদের নিয়ে মেডিয়েশন সোসাইটি শুরু করতে গিয়ে হোঁচট খায়। কিন্তু আমি থেমে থাকিনি, ভেঙ্গে পড়িনি আমার লক্ষ্য ছিল অটুট্। পরে ২০১৭ সালের ৩১ মে মেডিয়েশন সোসাইটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করতে সক্ষম হই।'

মেডিয়েশন সোসাইটির আত্মপ্রকাশ

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০১৭ সালের ৩১ মে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস)। সেদিন থেকেই একটি স্বপ্নের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাপ্তাহিক-মাসিক বিভিন্ন কর্মশালা-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বিমসের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের ও এর সাথে সম্পৃক্তদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকে। কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। ২০১৭ সালে ডিসেম্বরে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজন করা হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার। প্রথম বিশেষ কর্মশালাতেই চাটার্ড ইনস্টিটিউট অব আরবিট্রেটর্স (ইউকে)'র কোর্স ডিরেক্টর মি: ইনবাভিজান, চাটার্ড ইনস্টিটিউট অব আরবিট্রেটর্স ইউকের প্রশিক্ষক আনাহু ম্যারাথিয়া, আর্ন্তজাতিক মেডিয়েটর কে এস শর্মা প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে সবার নজর কাড়েন। প্রশিক্ষণ শেষে ২৮ জন ডেলিগেট কে দেওয়া হয় 'অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর' সনদ। ধারাবাহিক ভাবে হোটেল পূর্বানীতে আরো ৬টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।এসব প্রশিক্ষণ শেষে শতাধিক আইনজীবী লাভ করেন 'অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর' সনদ।আইনজীবী মহলে ছড়িয়ে পড়ে মেডিয়েশন সোসাইটির নাম। অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটরদের মধ্যে থেকে অনেকেই ভারতের কোচিন থেকে মেডিশনের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী বলেন,'আমরা অনেকগুলো বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশের বাইরে থেকে ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েটর, ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেটর্স দিয়ে অতি সামান্য টাকায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। যেটা বাইরে থেকে করতে গেলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হতো। ভাল মানের মেডিয়েটর তৈরির কাজ অব্যাহত রেখেছি। কারণ একজন ভালো মেডিয়েটর একজন ভাল বিচারক হতে পারেন,একজন ভালো আইনজীবী হয়ে মামলা জট নিরসনে অবদান রাখতে পারেন।'

দেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন সামিট

প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১৮ সালের ৩১ মে আন্তর্জাতিক সামিটের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি(বিমস)। হোটেল পূর্বানীতে জমকালো এই আয়োজনের খবর ৪ মাস আগে থেকে বিভিন্ন পত্র/পত্রিকায় প্রচার হতে থাকে।দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এই সামিটে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইকৃত ৪ শতাধিক ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন।সামিটে ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েটর্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কেভিন ব্রাউন, ভারতের জাতীয় ইন্দিরা গান্ধী পুরুষ্কার প্রাপ্ত ও ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন ট্রেইনার পিভি রাজা গোপাল, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেইনার অন সলিডারিটি জিল কার্ল হারিস, ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব আরবিট্রেশন এন্ড মেডিয়েশনের সভাপতি অনিল জেভিয়ার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েটর কে এস শর্মা,ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেটর্স মিঃ ইনবাভিজান, কম্বোডিয়া সরকারের প্রতিনিধি মি. হুও ভিয়েসনা, আফ্রিকার প্রতিনিধি মেডলিন কিমি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির রিজওনাল ডিরেক্টর সহ প্রমুখ বিদেশী অতিথির উপস্থিতি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। অনুষ্টানে অংশগ্রহণকারী অনেক ডেলিগেটকে বলতে শোনা যায়,সামিটে এত বিদেশী অতিথির অংশগ্রহণ সত্যিই অকল্পনীয়,অভাবনীয়। পরের দিন সামিটের খবর বিভিন্ন প্রিন্ট,ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার হয়। বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল সামিট অনুষ্ঠিত, মধ্যস্থতা বিষয়ক প্রথম সম্মেলন বাংলাদেশে' এ ধরণের শিরোনামে প্রকাশিত সামিটের নিউজ সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সামিট আয়োজনের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেকগুন বেড়ে গিয়েছে। বিশ্ববাসী জেনেছে বাংলাদেশের জনগণ মামলার উৎপত্তিস্থল মেডিয়েশন দ্বারা বন্ধ করতে চায় এবং মেডিয়েশন দ্বারা মামলার জট কমাতে চায়।

মেডিয়েশন অ্যাক্ট-২০১৮ এখন আইন কমিশনে

মেডিয়েশন আন্দোলন সফলের জন্য বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) কর্তৃক প্রস্তাবিত 'মেডিয়েশন অ্যাক্ট-২০১৮' বিবেচনার জন্য আইন কমিশনে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ১৩ আগস্ট রাজধানীর আইন কমিশনের কার্যালয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের কাছে বিমসের প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত আইনটি হস্তান্তর করেন করেন। এ সময় আইন কমিশনের সদস্য বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির উপস্থিত ছিলেন।

'মেডিয়েশন অ্যাক্ট-২০১৮' নামে প্রস্তাবিত আইনটিতে ৭টি প্যারায় ৪৮টি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে উপযুক্ত ট্রেইনারের মাধ্যমে সৎ ও আইনে দক্ষ মেডিয়েটরের মাধ্যমে মেডিয়েশন কার্য পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় মেডিয়েশন বোর্ড গঠনের কথাও বলা হয়েছে, যেখানে প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন।

প্রস্তাবিত আইনে আরো বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত মেডিয়েটরদের দ্বারা বিচার বিভাগীয় ও প্রাক বিচার বিভাগীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, মেডিয়েটরবৃন্দ বর্তমান মামলাজট নিয়ন্ত্রিত ও নতুন মামলা পরিহারে শান্তিপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথ প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মেডিয়েশন বোর্ড নিজ ক্ষমতাবলে জাতীয় পর্যায়ে মেডিয়েশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে। মেডিয়েশন আইনের খসড়া প্রণয়ন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। বিমসের প্রস্তাবিত মেডিয়েশন সংক্রান্ত আইন সংসদে পাশ হলে বাংলাদেশের মেডিয়েশন আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করবে।

বিমসের 'ব্রেকফাস্ট পার্টি'

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির(বিমস) উদ্যোগে 'ব্রেকফাস্ট পার্টি'র আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে বিমস-ই প্রথম নতুন ধারার এই কর্মসূচির সূচনা করে। ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৬ টা থেকে সকাল ৯ টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিমসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর সভাপতিত্বে ব্রেকফাস্ট পার্টির শুরুতে মেডিয়েটরগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় মেডিয়েটররা বলেন,বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে একমাত্র মেডিয়েশনের মাধ্যমেই মামলাজট নিরসন সম্ভব। মেডিয়েশন আন্দোলনকে জনগণের মাঝে ছড়িতে দিতে প্রত্যেক মেডিয়েটরকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা। ব্রেকফাস্ট সম্পন্ন করে কর্মসূচি শেষ ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে বিমসের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট হরিদাস পাল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুস সালাম মন্ডল, এয়ার কমোডর (অব) এম ওবায়দুর রহমান, অ্যাডভোকেট খালেদা, অ্যাডভোকেট মো: আলমগীর হোসেন ও অন্যান্য মেডিয়েটরগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইন্টারন্যাশনাল পিস ডে উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

'আমরা শান্তির পাখি, সারা বিশ্বকে মোরা ডাকি' এই শ্লোগান নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল পিস ডে উপলক্ষে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) ও জয় জগৎ ইন্টারন্যাশনাল এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার যৌথভাবে র‍্যালীর আয়োজন করে।

২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট থেকে শান্তির প্রতীক পায়রা আকাশে উড়িয়ে র‍্যালী শুরু হয়। নানান রঙের ব্যানার, ফেস্টুন হাতে নিয়ে শান্তির বাণী সম্বলিত গান "আমরা শান্তির পাখি, সারা বিশ্বকে মোরা ডাকি, এসো মুসলিম এসো হিন্দু, এসো বৌদ্ধ এসো খ্রিষ্টান, গড়ি এক মানবজাতি'। গাইতে গাইতে র‍্যালী প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়।

বিমসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর নেতৃত্বে র‍্যালীতে ইন্টারন্যাশনাল পিস একটিভিটিস্ট ড. পিভি রাজা গোপাল, তানজেনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েটর পিস একটিভিটিষ্ট মেডেলিন কিমি, নেপালের ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েটর জগৎ বাহাদুর দেউজা, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুস সালাম মন্ডল, অ্যাডভোকেট শাহিনুর, অ্যাডভোকেট মো: আলমগীর হোসেন সহ দুই শতাধিক শান্তিকামী ছাত্র/ছাত্রী বৃন্দ র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করেন। নানান রঙের ব্যানার, ফেস্টুনে সজ্জিত এই র‍্যালি সাধারণ মানুষের নজর কাড়ে।

শান্তির বাণী নিয়ে বিমসের পোস্টার প্রদর্শনী

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধীর শান্তির বাণী সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) এ পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ২০১৯ সালের ১০ ও ১১ ডিসেম্বর জাতীয় জাদুঘরের নলিনী ভট্টশালী মিলনায়তনে পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাউথ এশিয়ান পিস অ্যালায়েন্স(সাপা) এর কো-অর্ডিনেটর বিজয় বিশ্বসরীয়া ভারতীয়। এ সময় জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ড. শাহরিয়ার, বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মেডিয়েশন নিয়ে কনফারেন্সে শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

শুধু আইনজীবীদেরকেই মেডিয়েশন সম্পর্কে সচেতন করছে না বিমস। আদালতের বাইরে মামলা নিস্পত্তির বিকল্প পদ্ধতি মেডিয়েশন নিয়ে সারাদেশে প্রচারণা চালাচ্ছে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস)। তার অংশ হিসেবে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে কনফারেন্স করে সংগঠনটি।

লৌহজং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ভবনে মেডিয়েশন নিয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী স্বত:ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে। কলেজের উপাধাক্ষ্য শাহিদুর রহমান শিকদারের সভাপতিত্বে বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, চট্রগ্রামের জেলা জজ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির শিকদার,তন্ময় রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন,বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় ৩৫ লাখের বেশি মামলা ঝুলে আছে। প্রতিদিন হাজারো মানুষ মামলায় জড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থা চলতে পারে না। মানুষকে মামলা করার ক্ষতিকর দিক গুলো বোঝাতে হবে।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষার্থীদের ভূমিকা পালন করার আহবান জানান তারা।বক্তারা আরো বলেন,ঝগড়া-বিবাদে না জড়ানোর জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাটাই মেডিয়েশন। সমাজে-রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যারা ভূমিকা পালন করবেন তারা হলেন মেডিয়েটর। শিক্ষার্থীরা চাইলে আগামী দিনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মেডিয়েটর হতে পারবেন বলে জানান বক্তারা। অনুষ্ঠান শেষে কলেজের উপাধাক্ষ্যর হাতে মেডিয়েশন বিষয়ক বই তুলে দেন বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী।

বিশ্বে মেডিয়েশন জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হবে

বাংলাদেশের তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলেছিলেন, এক সময় বিশ্বের জনগণ মেডিয়েশনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং বিরোধ নিরসনে এটাই জনপ্রিয় ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পরিণত হবে।

২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আফ্রিকার তানজানিয়ায় মেডিয়েশন ও আইন বিষয়ক প্রথম আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলনে মূল প্রবন্ধে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মূল প্রবন্ধে প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছিলেন,আমাদের আইন এবং মেডিয়েশনের মানে বুঝতে হবে যে, ঠিক কিভাবে এ দুটি সম্পর্কযুক্ত। আইন বলতে আমরা একটা সিস্টেম বা প্রক্রিয়াকে বুঝি যা দ্বারা সরকার অপরাধ, ব্যবসায়িক চুক্তি/লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক গুলোর উন্নয়ন করে।যে তিনটি ক্ষেত্রের কথা আমি বলেছি, তার দুটিই মেডিয়েশনের আওতায় পড়ে। অন্য কথায়, আইন ও মেডিয়েশন দুটিই ব্যবসায়িক লেনদেন ও সামাজিক যোগাযোগ/সম্পর্কগুলো সম্পাদনের প্রক্রিয়া। মূল প্রবন্ধে বলা হয়,আইন নিয়ম-কানুন দ্বারা তৈরি একটি সিস্টেম/প্রক্রিয়া যা সরকার দ্বারা প্রণীত এবং সকল জনগণ এর মাধ্যমে সমান আচরণ প্রত্যাশা করে।তাই যদি কখনো কোন বিবাদের সৃষ্টি হয়, আইন অনুযায়ী আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পক্ষ সমূহ ও তাদের আইনজীবী থাকে, যারা যুক্তি তর্ক ও পাল্টা যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে থাকে। অপরদিকে মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে একে অপরের বিপরীত পক্ষ নয়। বরং উভয় পক্ষই যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এর মাধ্যমে তার একটা সৃষ্টিশীল সমাধান হয়। যার মাধ্যমে উভয় পক্ষই লাভবান ও উপকৃত হয়। একজন মেডিয়েটর পক্ষগুলোকে এমন বিপরীতমুখি অবস্থান নেয়া থেকে

বিরত রাখার চেষ্টা করে যাতে পরস্পর দোষারোপের মাধ্যমে উভয় পক্ষের সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ হয়। মেডিয়েটর উভয় পক্ষকে তাদের আসল স্বার্থ এবং প্রয়োজনগুলি বুঝতে এবং একই দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের সরকারই আজ এমন আইন প্রণয়ন করছে যার ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ মেডিয়েশনকে বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেয়।বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) ও আই-রিজলভ যৌথ ভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

তানজানিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী দারুস সালামে দুই দিন ব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি জয়েস অ্যালুচ, বিমসের আন্তর্জাতিক অ্যাম্বাসেডর ড. রিচার্ড বেনকিং, তানজানিয়ার স্কুল অব ল এর প্রিন্সিপাল জাকাইয়ো লুকুমে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব আরবিট্রেশন অ্যান্ড মেডিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অনিল জোভিয়ার, ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েটরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কেভিন ব্রাউন, কেনিয়া হাইকোর্টেও আরবিট্রেটর মার্সি ওকিরো, বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী,তানজানিয়ার আন্তর্জাতিক মেডিয়েটর মেডলীন, আন্তর্জাতিক মেডিয়েটর কে এস শর্মা, বিমসের এক্সকিউটিভ সেক্রেটারি প্রিয়াংকা চক্রবর্তী প্রমুখ। আন্তর্জাতিক এই সেমিনার থেকে দেশে ফিরে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মেডিয়েশন আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করে গেছেন।

বিমসের ড্রান্স ড্রামা অনুষ্ঠানে ভারতের হাইকমিশনার

বিমস সব সময় ব্যতিক্রমী ও ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান আয়োজন করে আইনজীবী সমাজ ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। তেমনি একটি অনুষ্ঠান ছিল ড্যান্স ড্রামা।বিরোধ নিস্পত্তিতে মেডিয়েশনের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার ও নৃত্য-কলায় মেডিয়েশন শীর্ষক ড্যান্স ড্রামা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ। বিমস চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে তিনি এ অনুষ্ঠানে আসেন।

২০২০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে 'বিরোধ নিস্পত্তিতে মেডিয়েশনের ভুমিকা' সেমিনার শেষে এ ড্রান্স ড্রামা অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্য-কলায় মেডিয়েশন শীর্ষক ড্রান্স ড্রামা পরিবেশন করেন ভারত থেকে আগত শিল্পীরা। তারা নাচ ও অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজে প্রতীকি শান্তির বানী ছড়িয়ে দেন। নৃত্য-কলায় মেডিয়েশন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন ভারতের সার্টিফায়েড মেডিয়েটর মিস তনুশ্রী রায়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ ড্যান্স ড্রামা অনুষ্ঠান দীর্ঘ সময় থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সেমিনারের প্রধান অতিথি আপিল বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ ইমান আলী, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল, বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার, বিচারপতি মোঃ সেলিম, বিচারপতি আহমেদ সোহেল, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ড ড্র্যান্স ড্রামা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

মেডিয়েশন নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা : শিশুদের নিয়ে ভিন্নধর্মী আয়োজন

বিশ্বব্যাপী মেডিয়েশন মেলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) উদ্যোগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৯ সালের ৬ এপ্রিল জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্স মিলনায়তনে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় ক- বিভাগে সুবহা নুর হাসিন ১ম, সাবাবা কাওছার ২য়, তাসনিম ফেরদৌস ৩য় স্থান লাভ করে। অন্যদিকে খ-বিভাগে তাসনিয়া তাবাসুম ১ম, মালিহা নুর ২য় ও তাসফিয়া ৩য় হন। এছাড়া চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারী প্রত্যেককে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির(বিমস) ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্বাসেডর ড. রিচার্ড এল বেনকিং, বিমসের ইন্টারন্যাশনাল স্পোক পারসন প্রিয়াংকা চক্রবর্তী ও চট্টগ্রামের জেলা জজ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির(বিমস) প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় ছিল স্বাধীন ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও বক্তব্যে মেডিয়েশন শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেন,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মামলা নিষ্পত্তি ও বিচারে দীর্ঘসুত্রিতার বিরোধী ছিলেন। তিনি একটি স্বাধীন ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকরা এই মহান নেতাকে সেই সুযোগ দেননি। তাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেই ভূমিকা রাখতে হবে। এসময় তারা মামলাজট নিরসনে বিচার ব্যবস্থায় মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২০১৯ সালের ২১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবসের এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) এ সেমিনারের আয়োজন করে। বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অ্যাডভোকেট আমিনুল হক হেলাল।

বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এ এম আমিন উদ্দিন, চট্টগ্রামের জেলা জজ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন সাজু, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম মন্ডল,ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আনোয়ারা শাহজাহান, অ্যাডভোকেট জান্নাতুল ফেরদৌসি রুপা, অ্যাডভোকেট হুমায়ন কবির শিকদার, সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল ফারহানা আফরোজ, সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম, অ্যাডভোকেট সাধন কুমার বনিক। সেমিনার সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন।

আফ্রিকা- এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কমিটি ঘোষণা

অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডুকে চেয়ারম্যান ও অ্যাডভোকেট হুমায়ন কবির শিকদারকে সেক্রেটারি করে আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

২০১৯ সালের ২৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এ কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়। আফ্রিকা এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশনের কো-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী এ কমিটির ঘোষণা দেন।

কমিটির অন্যরা হলেন, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট সাধন কুমার বনিক (ট্রেজারার), ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আনোয়ারা শাহজাহান (সদস্য), ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী শাহানারা ইয়াসমিন (সদস্য), সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম (সদস্য) ও তন্ময় রহমান (সদস্য)।

আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) কর্তৃপক্ষ।

২০১৯ সালের ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর আফ্রিকার তানজানিয়ায় অনুষ্ঠিত মেডিয়েশন ও আইন বিষয়ক প্রথম আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন সম্মেলনে আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিমসের সহযোগী সংগঠন হিসেবে অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডুর সুযোগ্য নেতৃত্বে সংগঠনটি দেশে মেডিয়েশন আন্দোলন প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীকে আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান

২০২০ সালের ২২ আগস্ট একটি স্বরণীয় দিন। এদিন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীকে মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন।

আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক অনলাইন কনফারেন্সে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীকে মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ডের মূল্যমান হিসেবে একটি ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমি সম্মানিত বোধ করছি। আন্তর্জাতিক এই মেডিয়েশন কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু ও বিচারপতি এস. এম. কুদ্দুস জামান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের কো চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিস মেডেলিন কিমি।

কনফারেন্সটি সুপ্রিম কোর্ট বার ভবন অডিটোরিয়াম থেকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর আইনাঙ্গনে মেডিয়েশন সম্পর্কে আরো বেশি ইতিবাচক আলোচনার জন্ম দেয়।

কোভিডকালীন সময়ে বিচারকদের প্রশিক্ষণ : নতুন মাইল ফলক

করোনায় ভয়াল থাবায় পুরো পৃথিবীর মানুষ যখন ঘরবন্দী তখনও থেমে ছিল না বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) কার্যক্রম। করোনার মধ্যেই বিমসের সহযোগিতায় সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিক্রমে ২০২১ সালের ২২ ও ২৩ জানুয়ারি প্রথম রংপুর বিভাগের বিচারকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। ওই কর্মশালাতে প্রধান প্রশিক্ষক আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন,আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মেডিয়েশন আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দেন,আরবিট্রেশন এবং মেডিয়েশনের মধ্যে আরবিট্রেশন দ্রুত বিরোধ মিমাংসা বা মামলা নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আরবিট্রেশন করতে গিয়ে দেখেছি ১০ বা ১৫ বছর পরে আবার নতুন করে আরবিট্রেটর নিয়োগ দিতে হয়েছে। বর্তমানে একমাত্র মেডিয়েশনই বিচার ব্যবস্থা উন্নত করতে পারে, মামলাজট কমাতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই কর্মশালায় ২৫ জন বিচারক অংশগ্রহণ করেন।

দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর তনুশ্রী রায়, প্রিয়াংকা চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। যুগ্ম জেলা জজ এফ এম আহসানুল হকের পরিচালনায় রংপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো: শাহেনুর কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধস্তন আদালতের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা ব্যাপক সাড়া জাগায়। সারাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা পালন করে।

মেডিয়েশন বাধ্যতামূলক করলেন সুপ্রিম কোর্ট : নতুন দিগন্তের উন্মোচন

দীর্ঘদিন থেকে বিমস দাবি জানিয়ে আসছিল বিচারকদের মেডিয়েশন প্রতিপালনে সুপ্রিম কোর্ট থেকে নির্দেশনা জারির। সেটা সফল হয়েছে। বিচারপ্রার্থী জনগণের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় এবং আদালতে মামলা জটের চাপ কমাতে মেডিয়েশনের(মধ্যস্থতা) মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির সুযোগ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সুপ্রিমকোর্টের জুডিসিয়াল রিফর্মস কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নির্দেশক্রমে আবশ্যিকভাবে মধ্যস্থতার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পালনে এ নির্দেশিকা জারি করা হয়।

এই নির্দেশিকা অনুযায়ী এক বৈঠকে বিরোধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি জমা দেয়া কোর্ট ফি পর্যন্ত ফেরতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফৌজদারি কার্যবিধির ৮৯(এ) ও ৮৯ (সি) ধারা এবং অর্থ ঋণ আদালতের ২২ ধারাসহ সংশিষ্ট অন্যান্য আইনে থাকা মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালনে নির্দেশিকা জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

এর ফলে পক্ষগণের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তিতে আইন অনুযায়ী বর্ণিত মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ও আদালত নির্ধারিত দিনের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে সময় বাড়ানো সুযোগ রয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে আবার মামলা করার জন্য পক্ষগণ আদালতে যেতে পারবেন।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবরের ৫ আগস্ট স্বাক্ষরিত সার্কুলারের 'বিভিন্ন আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালনার্থে অনুসরণীয় নির্দেশিকা, ২০২১' এ বলা হয়, দেওয়ানী মোকদ্দমায় লিখিত জবাব দাখিলের পর আদালত শুনানি মুলতবি করে বাধ্যতামূলকভাবে মেডিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং মধ্যস্থতা সংক্রান্ত শুনানির জন্য একটি তারিখ ধার্য করবেন।

ওই ধার্য তারিখে মধ্যস্থতা সংক্রান্ত শুনানির নির্ধারিত তারিখে মোকদ্দমার বাদী, বিবাদী কিংবা তাদের আইনগত প্রতিনিধি বা তাদের আইনজীবী সশরীরে আদালতে হাজির হলে আদালত পক্ষগণ বা তাদের আইনগত প্রতিনিধিকে মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

মেডিয়েশন বা মধ্যস্ততা শুরু হলে তার মাধ্যমেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। আর মধ্যস্থতার আলোচনা শুরুর পর যদি দেখা যায় বিরোধীয় বিষয়টিতে পক্ষসমূহের অবস্থান এমন অনমনীয় যে কোনো মধ্যস্থতা সম্ভব নয়, অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি কোনো পক্ষের জন্যই অনুকূল কোনো অবস্থানের সৃষ্টি করছে না, তাহলে সেই পর্যায় থেকে পুনরায় প্রচলিত আইনে মোকদ্দমার কার্যক্রম চালু করা সম্ভব। কিন্তু মধ্যস্থতার আলোচনা একবার শুরু হলে অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষগণ আর প্রথাগত মামলা পরিচালনার কার্যক্রমে না গিয়ে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী হবেন। এমতাবস্থায় পক্ষগণের অন্তত একবার মধ্যস্থতার জন্য আলোচনায় বসা উচিত।

মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে পক্ষগণ নিজেরাই নিজেদের পক্ষের মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করতে পারবেন। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় পুরো বিষয়টিতেই পক্ষগণের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।পক্ষগণ আদালত বা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয় মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে চাইলে এ বাবদ তাদের কোনো খরচ বহন করতে হয় না ।অন্যক্ষেত্রে দরিদ্র ও অসচ্ছল পক্ষগণ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মধ্যস্থতা বাবদ খরচ আইনগত সহায়তা দেয়া সংস্থার কাছ থেকেও লাভ করতে পারে।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতাকারী কোনো সিদ্ধান্ত দেন না, বরং তিনি পক্ষগণের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করেন। এক্ষেত্রে পক্ষগণের সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বাধীনতা থাকে।

একনজরে সুবিধাগুলো-

মেডিয়েশন প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা বজায় থাকা: মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় যেকোনো পর্যায়ে পক্ষগণের মধ্যে যে আলোচনাই হোক না কেন বা যে দলিল- প্রমাণই উপস্থাপন করা হোক না কেন, তার গোপনীয়তা অটুট থাকে এবং মধ্যস্থতায় ব্যর্থ হলে মধ্যস্থতার আলোচনা আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয় না।

মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া সহজ ও ফলপ্রসূ: মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে পক্ষগণ বা তাদের নিযুক্ত আইনজীবীরা মধ্যস্থতা আলোচনার স্থান, কাল এবং কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া নিজেরাই ঠিক করেন বলে এর কার্যপ্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও ফলপ্রসু এর ফলে পক্ষগণের সময় শ্রম ও অর্থেরসাশ্রয় হয়।

মেডিয়েশন প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক :

আদালতে অথবা সালিশ আইনের অধীনে সালিশে সাধারণত পক্ষগণের কথা বলার সুযোগ কম

থাকে। কিন্তু মধ্যস্থতার প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক হওয়ায় পক্ষগণ নিজেরা নিজেদের সমস্যা বা বিরোধ নিষ্পত্তিতে অধিক কথা বলার সুযোগ পান। এর ফলে পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের ক্ষেত্র তৈরি হয়।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণের সুযোগ কম :

প্রচলিত পদ্ধতিগত কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়, কিন্তু মধ্যস্থতার মাধ্যমে এক বৈঠকেই বিরোধ নিষ্পত্তি হতে পারে। আর এই পদ্ধতিতে আইনগতভাবে সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন সময় প্রয়োজন হতে পারে। পক্ষগণ মতৈক্যে উপনীত হওয়ার পরে আদালত সে মর্মে সাত দিনের মধ্যে ডিক্রি বা আদেশ দিতে পারেন। এতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণের সুযোগ কম।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে কোর্ট ফি ফেরতের সুযোগ :

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে পক্ষগণ কোর্ট ফি ফেরত পাবেন। যার ফলে পক্ষগণের অর্থের সাশ্রয় হবে।

মামলা পরিচালনায় ব্যয় হ্রাস :

মধ্যস্থতার মাধ্যমে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক কম সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়। ফলে মোকদ্দমার সার্বিক পরিচালনা ব্যয়সহ আইনজীবীর ফি বাবদ ব্যয় কম হয়।

মেডিয়েশন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্বল্প সময় ব্যয় :

আদালতে বিচার বা সালিশের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা থেকে যায়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে রায়ের বিরুদ্ধে বা সালিশি রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল বা উচ্চ আদালতে রিভিশন হয়। এরপর আপিল বা রিভিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল বা লিভ টু আপিল হয়। আপিল বিভাগ যে রায় দেবেন তার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ রিভিউ পিটিশন দায়ের করেন। এতে সব মিলিয়ে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা হতে পারে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে সেই মধ্যস্থতার ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা রিভিশন রক্ষণীয় নয়। এর ফলে একদিকে যেমন বিরোধীয় বিষয়ের দ্রুতনিষ্পত্তি সম্ভব, অন্যদিকে আপিল-রিভিশন ইত্যাদির আইনগত সুযোগ না থাকায় মামলার আর কোনো দীর্ঘসূত্রিতা থাকে না। এতে পক্ষগণের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জয়-পরাজয় থাকে না

মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে পক্ষগণ স্বাধীনভাবে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিধায় এ ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। এই পদ্ধতিতে 'উইন উইন সিচুয়েশন'-এর কারণে পক্ষগণ তাদের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্থায়ী সমাধান হয় :

মধ্যস্থতার মাধ্যমে পক্ষগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের সমাধান খুঁজে নেন বা বিরোধ মীমাংসা করেন বিধায় একই বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে বা তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুনরায় বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ থাকে। ফলে বিরোধের একটি স্থায়ী ও সফল সমাধান হয় এবং পক্ষগণের মধ্যে সম্পর্ক অটুট থাকে।

সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার পর পক্ষগণ সম্মত হলে আদালত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মধ্যস্থতার আলোচনা শুরু করবেন অথবা মধ্যস্থতার জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতিতে পক্ষগণের সুবিধামতো একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন। আদালত একইসময়ে পক্ষগণকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের অন্য যেসব বিকল্প রয়েছে অর্থাৎ, নিযুক্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ, জেলা জজ কর্তৃক প্রণীত প্যানেলের কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মধ্যস্থতা অথবা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা ইত্যাদি বিষয় পক্ষগণকে বুঝিয়ে বলবেন এবং পক্ষগণ যদি এসব বিকল্পের যেকোনো একটিকে বেছে নেয়, তাহলে সে অনুযায়ী আদালত মধ্যস্থতার জন্য পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তবে পক্ষগণের সঙ্গে এর আগে থেকে সংশ্লিষ্ট ছিল বা প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে চাকরিরত আছেন এমন কোনো ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর অধীনে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই আইনের ২২(২) ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করতে হবে।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে আদালতের আদেশের ১০ দিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হয়েছে কি-না সে বিষয়ে মোকদ্দমার পক্ষগণ আদালতকে অবহিত করবেন। পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হলে আদালত পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবেন। মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদালত মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। এ কার্যক্রম যদি ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতার অগ্রগতি বা যথাযথ কারণ বিবেচনায় অতিরিক্ত ৩০ দিন বর্ধিত করা যাবে। অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর বিধানমতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের ২২(৫) ও ২২(৬) ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে মধ্যস্থতাকারী উভয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক একটি চুক্তি প্রস্তুত করবেন এবং পক্ষগণ, তাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও মধ্যস্থতাকারী তাতে স্বাক্ষর করবেন। এ চুক্তি দাখিলের সাত দিনের মধ্যে আদালত উক্ত চুক্তির আলোকে ডিক্রি বা আদেশ প্রচার করবেন। বিচারক নিজে আপোস-মীমাংসা করে থাকলেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে মোকদ্দমার পক্ষগণ আদালতে দাখিল করা কোর্ট ফি ফেরত পাবেন। মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হলে মামলাটি আগের অবস্থা থেকে চলবে।

মধ্যস্থতার এ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী পক্ষগণের বিরোধ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া বা সিদ্ধান্তগ্রহণে পক্ষগণকে কোনোরুপ প্রভাবিত করবেন না। তিনি পক্ষগণকে সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করবেন মাত্র।

বিচারক নিজে মধ্যস্থতাকারী হলে এবং মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তিনি ওই মোকদ্দমার বিচার করবেন না। তিনি মোকদ্দমাটি উপযুক্ত একটি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বদলির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা জজের কাছে পাঠাবেন। কোনো আপিল মামলায় জেলা জজ মধ্যস্থতাকারী হলে এবং মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তিনি ওই আপিল মামলা বিচার না করে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে পাঠাবেন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আইন ও বিধি অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা আদালতে দাখিল করবেন।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় পক্ষগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, বিবৃতি, স্বীকৃতি বা মন্তব্য গোপন রাখতে হবে এবং তা মোকদ্দমার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার বা বিবেচনায় নেয়া যাবে না।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজনে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে পক্ষগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালত সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মতে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দেবেন। মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশিকা বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলনের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন।

সুপ্রিম কোর্টের সার্কুলার গণমাধ্যমে প্রচার করতে ১২ মেডিয়েটরের যৌথ বিবৃতি

বিরোধ মীমাংসায় মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) পদ্ধতি বাধ্যতামূলক ও মেডিয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিচারপ্রার্থী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টের জারি করা দুটি সার্কুলার গণমাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রচার ও প্রকাশ করতে যৌথ বিবৃতি দেন ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব আরবিট্রেশন এন্ড মেডিয়েশন (আইআইএম) কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের ১২ জন মেডিয়েটর।

২০২১ সালের ১১ আগস্ট গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রায় ৩৮ লাখ মামলারজটে ভারাক্রান্ত বাংলাদেশের বিচার বিভাগ। ঠুনকো অজুহাতে প্রতিদিন হু হু করে মামলার সংখ্যা বেড়ে চলছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে কম খরচে ও স্বল্প ব্যয়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনে অনুসরণীয় নির্দেশিকা জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। আমরা মনে করি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় এই সার্কুলারসুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মেডিয়েশন বিচারকদের জন্য বাধ্যতামূলক ঘোষণা করায় বিচারপ্রার্থী জনগণের সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় রোধ করে আদালতে মামলার চাপ কমাতে বিরোধ নিষ্পত্তির এক দারুণ সুযোগ এসেছে।

বিবৃতিতে ১২ জন মেডিয়েটর মেডিয়েশনের মর্মবাণী প্রচারে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রত্যাশা করে বলেন, গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের ৪র্থ অঙ্গ বলা হয়। একমাত্র গণমাধ্যমই সারাদেশের মানুষকে মেডিয়েশন সম্পর্কে সচেতন ও মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় বিচারপ্রার্থী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাই দেশের মামলাজট নিরসন করে বঙ্গবন্ধুর কাংখিত সোনার বাংলা গড়তে মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) পদ্ধতি

বাধ্যতামূলক ও মেডিয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিচারপ্রার্থী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টের সার্কুলার আপনার গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিবৃতিদাতা ১২ জন মেডিয়েটর হলেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডু, বিমসের রিজওনাল ডিরেক্টর অ্যাডভোকেট খন্দকার রফিক হাসনাইন, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট সৃজনী ত্রিপুরা, অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির শিকদার, অ্যাডভোকেট মো: আলমগীর হোসাইন, অ্যাডভোকেট ফারহানা আফরোজ, অ্যাডভোকেট আফরোজা শারমীন কনা, মো: শাহীনুর ইসলাম, সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম, তন্ময় রহমান ও অ্যাডভোকেট কনিকা মন্ডল। ১২ জন মেডিয়েটরের এই যৌথ বিবৃতি বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রায় সকল গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হয়। এই বিবৃতি দেশ তথা আইনাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রতিটি জেলায় জেলায় হবে মেডিয়েশন সেন্টার

২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী ঘোষণা দেন,বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বিরোধ মীমাংসায় মেডিয়েশন পদ্ধতির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই বিচার প্রার্থীদের মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় উদ্বুদ্ধ করতে বিচারকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি জানান,ব্যাপকভাবে মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রচলন করতে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে মেডিয়েশন সেন্টার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মেডিয়েশন বিষয়ে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের বিচারকদের দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি(বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন, দেওয়ানি,পারিবারিক ও অর্থঋণ আদালত সমূহের মামলায় আবশ্যিক ভাবে মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এটা বিচারকদের জন্য আবশ্যিক পালনীয় কর্তব্য।

দুইদিন ব্যাপী ভার্চুয়ালি এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় হাইকোর্টের বিচারপতি আহমেদ সোহেল, ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক প্রধান বিচারপতি জাস্টিস গীতা মিতাল, সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কুরিয়ান জো সেফ, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব কেভিন ব্রাউন, বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, মিঃ ইনভাবিজান, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর তনুশ্রী রায়, প্রিয়াংকা চক্রবর্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ৪০ জন বিচারক অংশ গ্রহণ করেন। জেলায় জেলায় মেডিয়েশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা হলে বাংলাদেশের মেডিয়েশন আন্দোলন সফলতার দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।

বিশ্বে মেডিয়েশন জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হবে

বাংলাদেশের তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলেছিলেন, এক সময় বিশ্বের জনগণ মেডিয়েশনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং বিরোধ নিরসনে এটাই জনপ্রিয় ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পরিণত হবে।

২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আফ্রিকার তানজানিয়ায় মেডিয়েশন ও আইন বিষয়ক প্রথম আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলনে মূল প্রবন্ধে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মূল প্রবন্ধে প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছিলেন,আমাদের আইন এবং মেডিয়েশনের মানে বুঝতে হবে যে, ঠিক কিভাবে এ দুটি সম্পর্কযুক্ত। আইন বলতে আমরা একটা সিস্টেম বা প্রক্রিয়াকে বুঝি যা দ্বারা সরকার অপরাধ, ব্যবসায়িক চুক্তি/লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক গুলোর উন্নয়ন করে।যে তিনটি ক্ষেত্রের কথা আমি বলেছি, তার দুটিই মেডিয়েশনের আওতায় পড়ে। অন্য কথায়, আইন ও মেডিয়েশন দুটিই ব্যবসায়িক লেনদেন ও সামাজিক যোগাযোগ/সম্পর্কগুলো সম্পাদনের প্রক্রিয়া। মূল প্রবন্ধে বলা হয়,আইন নিয়ম-কানুন দ্বারা তৈরি একটি সিস্টেম/প্রক্রিয়া যা সরকার দ্বারা প্রণীত এবং সকল জনগণ এর মাধ্যমে সমান আচরণ প্রত্যাশা করে।তাই যদি কখনো কোন বিবাদের সৃষ্টি হয়, আইন অনুযায়ী আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পক্ষ সমূহ ও তাদের আইনজীবী থাকে, যারা যুক্তি তর্ক ও পাল্টা যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে থাকে। অপরদিকে মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে একে অপরের বিপরীত পক্ষ নয়। বরং উভয় পক্ষই যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এর মাধ্যমে তার একটা সৃষ্টিশীল সমাধান হয়। যার মাধ্যমে উভয় পক্ষই লাভবান ও উপকৃত হয়। একজন মেডিয়েটর পক্ষগুলোকে এমন বিপরীতমুখি অবস্থান নেয়া থেকে

বিরত রাখার চেষ্টা করে যাতে পরস্পর দোষারোপের মাধ্যমে উভয় পক্ষের সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ হয়। মেডিয়েটর উভয় পক্ষকে তাদের আসল স্বার্থ এবং প্রয়োজনগুলি বুঝতে এবং একই দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের সরকারই আজ এমন আইন প্রণয়ন করছে যার ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ মেডিয়েশনকে বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেয়।বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) ও আই-রিজলভ যৌথ ভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

তানজানিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী দারুস সালামে দুই দিন ব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি জয়েস অ্যালুচ, বিমসের আন্তর্জাতিক অ্যাম্বাসেডর ড. রিচার্ড বেনকিং, তানজানিয়ার স্কুল অব ল এর প্রিন্সিপাল জাকাইয়ো লুকুমে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব আরবিট্রেশন অ্যান্ড মেডিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অনিল জোভিয়ার, ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েটরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কেভিন ব্রাউন, কেনিয়া হাইকোর্টেও আরবিট্রেটর মার্সি ওকিরো, বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী,তানজানিয়ার আন্তর্জাতিক মেডিয়েটর মেডলীন, আন্তর্জাতিক মেডিয়েটর কে এস শর্মা, বিমসের এক্সকিউটিভ সেক্রেটারি প্রিয়াংকা চক্রবর্তী প্রমুখ। আন্তর্জাতিক এই সেমিনার থেকে দেশে ফিরে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মেডিয়েশন আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করে গেছেন।

বিমসের ড্রান্স ড্রামা অনুষ্ঠানে ভারতের হাইকমিশনার

বিমস সব সময় ব্যতিক্রমী ও ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান আয়োজন করে আইনজীবী সমাজ ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। তেমনি একটি অনুষ্ঠান ছিল ড্যান্স ড্রামা।বিরোধ নিস্পত্তিতে মেডিয়েশনের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার ও নৃত্য-কলায় মেডিয়েশন শীর্ষক ড্যান্স ড্রামা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ। বিমস চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে তিনি এ অনুষ্ঠানে আসেন।

২০২০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে 'বিরোধ নিস্পত্তিতে মেডিয়েশনের ভুমিকা' সেমিনার শেষে এ ড্রান্স ড্রামা অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্য-কলায় মেডিয়েশন শীর্ষক ড্রান্স ড্রামা পরিবেশন করেন ভারত থেকে আগত শিল্পীরা। তারা নাচ ও অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজে প্রতীকি শান্তির বানী ছড়িয়ে দেন। নৃত্য-কলায় মেডিয়েশন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন ভারতের সার্টিফায়েড মেডিয়েটর মিস তনুশ্রী রায়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ ড্যান্স ড্রামা অনুষ্ঠান দীর্ঘ সময় থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সেমিনারের প্রধান অতিথি আপিল বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ ইমান আলী, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো: আশরাফুল কামাল, বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার, বিচারপতি মো: সেলিম, বিচারপতি আহমেদ সোহেল, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ড ড্র্যান্স ড্রামা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

মেডিয়েশন নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা : শিশুদের নিয়ে ভিন্নধর্মী আয়োজন

বিশ্বব্যাপী মেডিয়েশন মেলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) উদ্যোগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৯ সালের ৬ এপ্রিল জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্স মিলনায়তনে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় ক- বিভাগে সুবহা নুর হাসিন ১ম, সাবাবা কাওছার ২য়, তাসনিম ফেরদৌস ৩য় স্থান লাভ করে। অন্যদিকে খ-বিভাগে তাসনিয়া তাবাসুম ১ম, মালিহা নুর ২য় ও তাসফিয়া ৩য় হন। এছাড়া চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারী প্রত্যেককে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির(বিমস) ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্বাসেডর ড. রিচার্ড এল বেনকিং, বিমসের ইন্টারন্যাশনাল স্পোক পারসন প্রিয়াংকা চক্রবর্তী ও চট্টগ্রামের জেলা জজ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির(বিমস) প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় ছিল স্বাধীন ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও বক্তব্যে মেডিয়েশন শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেন,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মামলা নিষ্পত্তি ও বিচারে দীর্ঘসুত্রিতার বিরোধী ছিলেন। তিনি একটি স্বাধীন ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকরা এই মহান নেতাকে সেই সুযোগ দেননি। তাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেই ভূমিকা রাখতে হবে। এসময় তারা মামলাজট নিরসনে বিচার ব্যবস্থায় মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২০১৯ সালের ২১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবসের এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) এ সেমিনারের আয়োজন করে। বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অ্যাডভোকেট আমিনুল হক হেলাল।

বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এ এম আমিন উদ্দিন, চট্টগ্রামের জেলা জজ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন সাজু, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম মন্ডল,ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আনোয়ারা শাহজাহান, অ্যাডভোকেট জান্নাতুল ফেরদৌসি রুপা, অ্যাডভোকেট হুমায়ন কবির শিকদার, সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল ফারহানা আফরোজ, সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম, অ্যাডভোকেট সাধন কুমার বনিক। সেমিনার সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন।

আফ্রিকা- এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কমিটি ঘোষণা

অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডুকে চেয়ারম্যান ও অ্যাডভোকেট হুমায়ন কবির শিকদারকে সেক্রেটারি করে আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

২০১৯ সালের ২৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এ কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়। আফ্রিকা এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশনের কো-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী এ কমিটির ঘোষণা দেন।

কমিটির অন্যরা হলেন, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট সাধন কুমার বনিক (ট্রেজারার), ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আনোয়ারা শাহজাহান (সদস্য), ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী শাহানারা ইয়াসমিন (সদস্য), সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম (সদস্য) ও তন্ময় রহমান (সদস্য)।

আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) কর্তৃপক্ষ।

২০১৯ সালের ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর আফ্রিকার তানজানিয়ায় অনুষ্ঠিত মেডিয়েশন ও আইন বিষয়ক প্রথম আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন সম্মেলনে আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিমসের সহযোগী সংগঠন হিসেবে অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডুর সুযোগ্য নেতৃত্বে সংগঠনটি দেশে মেডিয়েশন আন্দোলন প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীকে আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান

২০২০ সালের ২২ আগস্ট একটি স্বরণীয় দিন। এদিন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীকে মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন।

আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক অনলাইন কনফারেন্সে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীকে মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ডের মূল্যমান হিসেবে একটি ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমি সম্মানিত বোধ করছি। আন্তর্জাতিক এই মেডিয়েশন কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু ও বিচারপতি এস. এম. কুদ্দুস জামান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের কো চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিস মেডেলিন কিমি।

কনফারেন্সটি সুপ্রিম কোর্ট বার ভবন অডিটোরিয়াম থেকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর আইনাঙ্গনে মেডিয়েশন সম্পর্কে আরো বেশি ইতিবাচক আলোচনার জন্ম দেয়।

কোভিডকালীন সময়ে বিচারকদের প্রশিক্ষণ : নতুন মাইল ফলক

করোনায় ভয়াল থাবায় পুরো পৃথিবীর মানুষ যখন ঘরবন্দী তখনও থেমে ছিল না বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) কার্যক্রম। করোনার মধ্যেই বিমসের সহযোগিতায় সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিক্রমে ২০২১ সালের ২২ ও ২৩ জানুয়ারি প্রথম রংপুর বিভাগের বিচারকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। ওই কর্মশালাতে প্রধান প্রশিক্ষক আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন,আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মেডিয়েশন আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দেন,আরবিট্রেশন এবং মেডিয়েশনের মধ্যে আরবিট্রেশন দ্রুত বিরোধ মিমাংসা বা মামলা নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আরবিট্রেশন করতে গিয়ে দেখেছি ১০ বা ১৫ বছর পরে আবার নতুন করে আরবিট্রেটর নিয়োগ দিতে হয়েছে। বর্তমানে একমাত্র মেডিয়েশনই বিচার ব্যবস্থা উন্নত করতে পারে, মামলাজট কমাতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই কর্মশালায় ২৫ জন বিচারক অংশগ্রহণ করেন।

দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর তনুশ্রী রায়, প্রিয়াংকা চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। যুগ্ম জেলা জজ এফ এম আহসানুল হকের পরিচালনায় রংপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো: শাহেনুর কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধস্তন আদালতের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা ব্যাপক সাড়া জাগায়। সারাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা পালন করে।

মেডিয়েশন বাধ্যতামূলক করলেন সুপ্রিম কোর্ট : নতুন দিগন্তের উন্মোচন

দীর্ঘদিন থেকে বিমস দাবি জানিয়ে আসছিল বিচারকদের মেডিয়েশন প্রতিপালনে সুপ্রিম কোর্ট থেকে নির্দেশনা জারির। সেটা সফল হয়েছে। বিচারপ্রার্থী জনগণের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় এবং আদালতে মামলা জটের চাপ কমাতে মেডিয়েশনের(মধ্যস্থতা) মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির সুযোগ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সুপ্রিমকোর্টের জুডিসিয়াল রিফর্মস কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নির্দেশক্রমে আবশ্যিকভাবে মধ্যস্থতার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পালনে এ নির্দেশিকা জারি করা হয়।

এই নির্দেশিকা অনুযায়ী এক বৈঠকে বিরোধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি জমা দেয়া কোর্ট ফি পর্যন্ত ফেরতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফৌজদারি কার্যবিধির ৮৯(এ) ও ৮৯ (সি) ধারা এবং অর্থ ঋণ আদালতের ২২ ধারাসহ সংশিষ্ট অন্যান্য আইনে থাকা মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালনে নির্দেশিকা জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

এর ফলে পক্ষগণের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তিতে আইন অনুযায়ী বর্ণিত মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ও আদালত নির্ধারিত দিনের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে সময় বাড়ানো সুযোগ রয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে আবার মামলা করার জন্য পক্ষগণ আদালতে যেতে পারবেন।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবরের ৫ আগস্ট স্বাক্ষরিত সার্কুলারের 'বিভিন্ন আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালনার্থে অনুসরণীয় নির্দেশিকা, ২০২১' এ বলা হয়, দেওয়ানী মোকদ্দমায় লিখিত জবাব দাখিলের পর আদালত শুনানি মুলতবি করে বাধ্যতামূলকভাবে মেডিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং মধ্যস্থতা সংক্রান্ত শুনানির জন্য একটি তারিখ ধার্য করবেন।

ওই ধার্য তারিখে মধ্যস্থতা সংক্রান্ত শুনানির নির্ধারিত তারিখে মোকদ্দমার বাদী, বিবাদী কিংবা তাদের আইনগত প্রতিনিধি বা তাদের আইনজীবী সশরীরে আদালতে হাজির হলে আদালত পক্ষগণ বা তাদের আইনগত প্রতিনিধিকে মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

মেডিয়েশন বা মধ্যস্ততা শুরু হলে তার মাধ্যমেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। আর মধ্যস্থতার আলোচনা শুরুর পর যদি দেখা যায় বিরোধীয় বিষয়টিতে পক্ষসমূহের অবস্থান এমন অনমনীয় যে কোনো মধ্যস্থতা সম্ভব নয়, অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি কোনো পক্ষের জন্যই অনুকূল কোনো অবস্থানের সৃষ্টি করছে না, তাহলে সেই পর্যায় থেকে পুনরায় প্রচলিত আইনে মোকদ্দমার কার্যক্রম চালু করা সম্ভব। কিন্তু মধ্যস্থতার আলোচনা একবার শুরু হলে অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষগণ আর প্রথাগত মামলা পরিচালনার কার্যক্রমে না গিয়ে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী হবেন। এমতাবস্থায় পক্ষগণের অন্তত একবার মধ্যস্থতার জন্য আলোচনায় বসা উচিত।

মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে পক্ষগণ নিজেরাই নিজেদের পক্ষের মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করতে পারবেন। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় পুরো বিষয়টিতেই পক্ষগণের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।পক্ষগণ আদালত বা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয় মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে চাইলে এ বাবদ তাদের কোনো খরচ বহন করতে হয় না ।অন্যক্ষেত্রে দরিদ্র ও অসচ্ছল পক্ষগণ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মধ্যস্থতা বাবদ খরচ আইনগত সহায়তা দেয়া সংস্থার কাছ থেকেও লাভ করতে পারে।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতাকারী কোনো সিদ্ধান্ত দেন না, বরং তিনি পক্ষগণের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করেন। এক্ষেত্রে পক্ষগণের সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বাধীনতা থাকে।

একনজরে সুবিধাগুলো-

মেডিয়েশন প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা বজায় থাকা: মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় যেকোনো পর্যায়ে পক্ষগণের মধ্যে যে আলোচনাই হোক না কেন বা যে দলিল- প্রমাণই উপস্থাপন করা হোক না কেন, তার গোপনীয়তা অটুট থাকে এবং মধ্যস্থতায় ব্যর্থ হলে মধ্যস্থতার আলোচনা আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয় না।

মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া সহজ ও ফলপ্রসূ: মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে পক্ষগণ বা তাদের নিযুক্ত আইনজীবীরা মধ্যস্থতা আলোচনার স্থান, কাল এবং কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া নিজেরাই ঠিক করেন বলে এর কার্যপ্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও ফলপ্রসু এর ফলে পক্ষগণের সময় শ্রম ও অর্থেরসাশ্রয় হয়।

মেডিয়েশন প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক :

আদালতে অথবা সালিশ আইনের অধীনে সালিশে সাধারণত পক্ষগণের কথা বলার সুযোগ কম

থাকে। কিন্তু মধ্যস্থতার প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক হওয়ায় পক্ষগণ নিজেরা নিজেদের সমস্যা বা বিরোধ নিষ্পত্তিতে অধিক কথা বলার সুযোগ পান। এর ফলে পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের ক্ষেত্র তৈরি হয়।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণের সুযোগ কম :

প্রচলিত পদ্ধতিগত কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়, কিন্তু মধ্যস্থতার মাধ্যমে এক বৈঠকেই বিরোধ নিষ্পত্তি হতে পারে। আর এই পদ্ধতিতে আইনগতভাবে সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন সময় প্রয়োজন হতে পারে। পক্ষগণ মতৈক্যে উপনীত হওয়ার পরে আদালত সে মর্মে সাত দিনের মধ্যে ডিক্রি বা আদেশ দিতে পারেন। এতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণের সুযোগ কম।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে কোর্ট ফি ফেরতের সুযোগ :

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে পক্ষগণ কোর্ট ফি ফেরত পাবেন। যার ফলে পক্ষগণের অর্থের সাশ্রয় হবে।

মামলা পরিচালনায় ব্যয় হ্রাস :

মধ্যস্থতার মাধ্যমে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক কম সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়। ফলে মোকদ্দমার সার্বিক পরিচালনা ব্যয়সহ আইনজীবীর ফি বাবদ ব্যয় কম হয়।

মেডিয়েশন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্বল্প সময় ব্যয় :

আদালতে বিচার বা সালিশের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা থেকে যায়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে রায়ের বিরুদ্ধে বা সালিশি রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল বা উচ্চ আদালতে রিভিশন হয়। এরপর আপিল বা রিভিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল বা লিভ টু আপিল হয়। আপিল বিভাগ যে রায় দেবেন তার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ রিভিউ পিটিশন দায়ের করেন। এতে সব মিলিয়ে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা হতে পারে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে সেই মধ্যস্থতার ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা রিভিশন রক্ষণীয় নয়। এর ফলে একদিকে যেমন বিরোধীয় বিষয়ের দ্রুতনিষ্পত্তি সম্ভব, অন্যদিকে আপিল-রিভিশন ইত্যাদির আইনগত সুযোগ না থাকায় মামলার আর কোনো দীর্ঘসূত্রিতা থাকে না। এতে পক্ষগণের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জয়-পরাজয় থাকে না

মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে পক্ষগণ স্বাধীনভাবে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিধায় এ ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। এই পদ্ধতিতে 'উইন উইন সিচুয়েশন'-এর কারণে পক্ষগণ তাদের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্থায়ী সমাধান হয় :

মধ্যস্থতার মাধ্যমে পক্ষগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের সমাধান খুঁজে নেন বা বিরোধ মীমাংসা করেন বিধায় একই বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে বা তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুনরায় বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ থাকে। ফলে বিরোধের একটি স্থায়ী ও সফল সমাধান হয় এবং পক্ষগণের মধ্যে সম্পর্ক অটুট থাকে।

সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার পর পক্ষগণ সম্মত হলে আদালত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মধ্যস্থতার আলোচনা শুরু করবেন অথবা মধ্যস্থতার জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতিতে পক্ষগণের সুবিধামতো একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন। আদালত একইসময়ে পক্ষগণকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের অন্য যেসব বিকল্প রয়েছে অর্থাৎ, নিযুক্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ, জেলা জজ কর্তৃক প্রণীত প্যানেলের কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মধ্যস্থতা অথবা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা ইত্যাদি বিষয় পক্ষগণকে বুঝিয়ে বলবেন এবং পক্ষগণ যদি এসব বিকল্পের যেকোনো একটিকে বেছে নেয়, তাহলে সে অনুযায়ী আদালত মধ্যস্থতার জন্য পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তবে পক্ষগণের সঙ্গে এর আগে থেকে সংশ্লিষ্ট ছিল বা প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে চাকরিরত আছেন এমন কোনো ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর অধীনে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই আইনের ২২(২) ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করতে হবে।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে আদালতের আদেশের ১০ দিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হয়েছে কি-না সে বিষয়ে মোকদ্দমার পক্ষগণ আদালতকে অবহিত করবেন। পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হলে আদালত পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবেন। মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদালত মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। এ কার্যক্রম যদি ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতার অগ্রগতি বা যথাযথ কারণ বিবেচনায় অতিরিক্ত ৩০ দিন বর্ধিত করা যাবে। অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর বিধানমতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের ২২(৫) ও ২২(৬) ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে মধ্যস্থতাকারী উভয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক একটি চুক্তি প্রস্তুত করবেন এবং পক্ষগণ, তাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও মধ্যস্থতাকারী তাতে স্বাক্ষর করবেন। এ চুক্তি দাখিলের সাত দিনের মধ্যে আদালত উক্ত চুক্তির আলোকে ডিক্রি বা আদেশ প্রচার করবেন। বিচারক নিজে আপোস-মীমাংসা করে থাকলেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে মোকদ্দমার পক্ষগণ আদালতে দাখিল করা কোর্ট ফি ফেরত পাবেন। মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হলে মামলাটি আগের অবস্থা থেকে চলবে।

মধ্যস্থতার এ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী পক্ষগণের বিরোধ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া বা সিদ্ধান্তগ্রহণে পক্ষগণকে কোনোরূপ প্রভাবিত করবেন না। তিনি পক্ষগণকে সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করবেন মাত্র।

বিচারক নিজে মধ্যস্থতাকারী হলে এবং মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তিনি ওই মোকদ্দমার বিচার করবেন না। তিনি মোকদ্দমাটি উপযুক্ত একটি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বদলির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা জজের কাছে পাঠাবেন। কোনো আপিল মামলায় জেলা জজ মধ্যস্থতাকারী হলে এবং মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তিনি ওই আপিল মামলা বিচার না করে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে পাঠাবেন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আইন ও বিধি অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা আদালতে দাখিল করবেন।

মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় পক্ষগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, বিবৃতি, স্বীকৃতি বা মন্তব্য গোপন রাখতে হবে এবং তা মোকদ্দমার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার বা বিবেচনায় নেয়া যাবে না।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজনে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে পক্ষগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালত সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মতে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দেবেন। মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশিকা বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলনের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন।

সুপ্রিম কোর্টের সার্কুলার গণমাধ্যমে প্রচার করতে ১২ মেডিয়েটরের যৌথ বিবৃতি

বিরোধ মীমাংসায় মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) পদ্ধতি বাধ্যতামূলক ও মেডিয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিচারপ্রার্থী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টের জারি করা দুটি সার্কুলার গণমাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রচার ও প্রকাশ করতে যৌথ বিবৃতি দেন ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব আরবিট্রেশন এন্ড মেডিয়েশন (আইআইএম) কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের ১২ জন মেডিয়েটর।

২০২১ সালের ১১ আগস্ট গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রায় ৩৮ লাখ মামলারজটে ভারাক্রান্ত বাংলাদেশের বিচার বিভাগ। ঠুনকো অজুহাতে প্রতিদিন হু হু করে মামলার সংখ্যা বেড়ে চলছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে কম খরচে ও স্বল্প ব্যয়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনে অনুসরণীয় নির্দেশিকা জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। আমরা মনে করি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় এই সার্কুলারসুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মেডিয়েশন বিচারকদের জন্য বাধ্যতামূলক ঘোষণা করায় বিচারপ্রার্থী জনগণের সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় রোধ করে আদালতে মামলার চাপ কমাতে বিরোধ নিষ্পত্তির এক দারুণ সুযোগ এসেছে।

বিবৃতিতে ১২ জন মেডিয়েটর মেডিয়েশনের মর্মবাণী প্রচারে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রত্যাশা করে বলেন, গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের ৪র্থ অঙ্গ বলা হয়। একমাত্র গণমাধ্যমই সারাদেশের মানুষকে মেডিয়েশন সম্পর্কে সচেতন ও মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় বিচারপ্রার্থী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাই দেশের মামলাজট নিরসন করে বঙ্গবন্ধুর কাংখিত সোনার বাংলা গড়তে মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) পদ্ধতি

বাধ্যতামূলক ও মেডিয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিচারপ্রার্থী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টের সার্কুলার আপনার গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিবৃতিদাতা ১২ জন মেডিয়েটর হলেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডু, বিমসের রিজওনাল ডিরেক্টর অ্যাডভোকেট খন্দকার রফিক হাসনাইন, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট সৃজনী ত্রিপুরা, অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির শিকদার, অ্যাডভোকেট মো: আলমগীর হোসাইন, অ্যাডভোকেট ফারহানা আফরোজ, অ্যাডভোকেট আফরোজা শারমীন কনা, মো: শাহীনুর ইসলাম, সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম, তন্ময় রহমান ও অ্যাডভোকেট কনিকা মন্ডল। ১২ জন মেডিয়েটরের এই যৌথ বিবৃতি বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রায় সকল গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হয়। এই বিবৃতি দেশ তথা আইনাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রতিটি জেলায় জেলায় হবে মেডিয়েশন সেন্টার

২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী ঘোষণা দেন,বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বিরোধ মীমাংসায় মেডিয়েশন পদ্ধতির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই বিচার প্রার্থীদের মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় উদ্বুদ্ধ করতে বিচারকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি জানান,ব্যাপকভাবে মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রচলন করতে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে মেডিয়েশন সেন্টার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মেডিয়েশন বিষয়ে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের বিচারকদের দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি(বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন, দেওয়ানি,পারিবারিক ও অর্থঋণ আদালত সমূহের মামলায় আবশ্যিক ভাবে মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এটা বিচারকদের জন্য আবশ্যিক পালনীয় কর্তব্য।

দুইদিন ব্যাপী ভার্চুয়ালি এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় হাইকোর্টের বিচারপতি আহমেদ সোহেল, ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক প্রধান বিচারপতি জাস্টিস গীতা মিতাল, সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কুরিয়ান জো সেফ, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব কেভিন ব্রাউন, বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, মিঃ ইনভাবিজান, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর তনুশ্রী রায়, প্রিয়াংকা চক্রবর্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ৪০ জন বিচারক অংশ গ্রহণ করেন। জেলায় জেলায় মেডিয়েশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা হলে বাংলাদেশের মেডিয়েশন আন্দোলন সফলতার দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।

মেডিয়েশন বেস্ট সলিউশন

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেছেন, মামলা বা বিরোধ নিস্পত্তিতে মেডিয়েশন আগামী দিনে বিচার ব্যবস্থায় সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হবে। কারণ মেডিয়েশনের মাধ্যমে দ্রত ও কম খরচে মামলা নিস্পত্তি সম্ভব। অন্যদিকে আরবিট্রেশনের(প্রচলিত বিচার) মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তি করতে বছরের পর বছর কেটে যায়। প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তবু মামলা নিস্পত্তি হয় না। তাই বিচারপ্রার্থীদের মেডিয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিচারকদের সচেতন করতে হবে। বিরোধ বা মামলা নিস্পত্তিতে মেডিয়েশন বেস্ট সলিউশন।

মেডিয়েশন বিষয়ে ঢাকা বিভাগের বিচারকদের দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সূচনা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪০ জন বিচারক অংশগ্রহণ করেন।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন,কিছুদিন আগে একটি ভার্চুয়াল সেমিনারে ভারতের ও সিঙ্গাপুরের প্রধান বিচারপতি বলেছেন,মেডিয়েশনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই। বিচার ব্যবস্থায় মেডিয়েশনের প্রয়োগ ম্যান্ডেটরি করতে হবে। বিরোধ বা মামলা নিস্পত্তিতে মেডিয়েশন বেস্ট সলিউশন। অচিরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিরোধ মীমাংসায় বা মামলা নিস্পত্তিতে মেডিয়েশনকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। কারণ এই পদ্ধতিতে কোন পক্ষ হারে না। উভয়পক্ষের মধ্যে উইন উইন সিচুয়েশন বিরাজ করে।

তিনি বলেন,বর্তমানে দেশের আদালতগুলোতে ৪০ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। মেডিয়েশন পদ্ধতির প্রয়োগই এই মামলাজট নিরসন করতে পারে। মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এরই মধ্যে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। তাই বিচারকদের মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, আগে সবাই বলতো বিরোধ নিস্পত্তিতে মেডিয়েশন পদ্ধতির প্রয়োগ ভলান্টারি।কিন্তু এখন থেকে তা ম্যান্ডেটরি।

ভার্চুয়ালি এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক প্রধান বিচারপতি জাস্টিস গীতা মিতাল,ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ,বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর প্রিয়াংকা চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে মেডিয়েশনের বিকল্প নেই

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বিচারপ্রার্থীদের মেডিয়েশনের (মধ্যস্থতা) মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় উদ্বুদ্ধ করতে নিম্ন আদালতের বিচারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেওয়ানি,পারিবারিক ও অর্থঋণ আদালতগুলোর মামলায় আবশ্যিকভাবে মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এটি বিচারকদের জন্য আবশ্যিক পালনীয় কর্তব্য। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

৬ আগস্ট মেডিয়েশন বিষয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের বিচারকদের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সূচনা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন, বঙ্গবন্ধু ইংরেজ আমলে তৈরি বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষ যেন সহজে বিচার পায় সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আমি মনে করি একমাত্র মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে এবং কম খরচে মানুষের ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে। হানাহানিমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে পারে। তাই মামলাজট নিরসন করে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা গড়তে মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়াগের বিকল্প নেই।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে বিরোধ মীমাংসার জন্য মেডিয়েশন পদ্ধতি সর্বোত্তম। কারণ মেডিয়েশন পদ্ধতিতে বিরোধ মীমাংসা হলে উভয়পক্ষ বিজয় নিয়ে আসে। কেউ পরাজিত হয় না। মেডিয়েশন পদ্ধতিকে বিচার ব্যবস্থায় ফলপ্রসু করতে বিচারক ও আইনজীবীদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

ভার্চুয়ালি এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ, আফ্রিকা-এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মেডেলিন কিমিই,বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর তনুশ্রী রায়, প্রিয়াংকা চক্রবর্তী, চাঁদপুরের জেলা ও দায়রা জজ এস এম জিয়াউর রহমান বক্তব্য রাখেন। দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালায় চট্টগ্রাম বিভাগের ৪০ জন বিচারক অংশ নেন।

সাংবাদিকদের জন্য মেডিয়েশন বিষয়ক কর্মশলা: ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির(বিমস) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী বলেছেন,সমাজ পরিবর্তনে তথা সামাজের মানুষের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তনে সাংবাদিকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ কি নিয়ে চিন্তা করবে,কি নিয়ে কথা বলে সেটা গণমাধ্যম ঠিক করে দেয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাই সমাজের-অশান্তি-হানাহানি দূর করতে প্রত্যেক সাংবাদিককে একজন মেডিয়েটরের ভূমিকা পালনের আহবান জানান তিনি।

২৭ জুন' ২১ শনিবার 'বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য মেডিয়েশন"শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী বলেন, বঙ্গবন্ধুর কাঙ্খিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করতে হলে মিডিয়া কর্মীদের দূরদর্শী হতে হবে।

কর্মশালায় প্রধান প্রশিক্ষক আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীসহ অন্যান্য বক্তারা বলেন, বিরোধ নিস্পত্তিকরণে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন সাংবাদিকগণ। অসঙ্গতি, গুজব, অসত্য তথ্য পরিহার করে সঠিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে সাংবাদিক সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মেডিয়েটরের ন্যায় ভূমিকা পালন করে।

কর্মশালায় সাংবাদিক মিজান আহমেদকে "সাংবাদিকতায় মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া সাংবাদিক ও টিভি টুডের এডিটর ইন চিফ মনজুরুল আহসান বুলবুল তাকে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) ও পিপলস মেডিয়েশন সেন্টার(পিএমসি) যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। রংপুর নগরীর একটি হোটেলে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। রংপুরের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ২০ জন সাংবাদিক এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার: স্বাগত জানাল বিমস

ভারতের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া মেডিয়েশন এসোসিয়েশনের কো-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জাতির পিতার চেয়ার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সময়পোযোগী। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

এক বিবৃতিতে অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) ভারতের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উপলক্ষে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে এই 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে আইসিসিআর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়।

আইসিসিআরের মহাপরিচালক দীনেশ কে পটনায়েক এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক পি সি যোশি এ বিষয়ে আগামী ১২ জুলাই একটি সমঝোতা স্মারকে সই করবেন। পাঁচ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই সমঝোতা চুক্তি কার্যকর থাকবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের সময় করা একটি সমঝোতার ভিত্তিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হবে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরও ভালভাবে বোঝা এবং এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিনিময় শক্তিশালী করা।এ উদ্যোগের মাধ্যমে আরও বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এখানে ভর্তি হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

কমিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টারের কমিটি ঘোষণা

তৃণমূলের মানুষকে মেডিয়েশন সম্পর্কে সচেতন করতে কমিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টারের (সিএমসি) সাত সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রয়াত আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরুর স্ত্রী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সেলিমা সোবহান খসরুকে কমিটির চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৃজনী ত্রিপুরাকে কমিটির সেক্রেটারি করা হয়েছে।

কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মানিক সরকার মানিক, যুগ্ম সম্পাদক তন্ময় রহমান। সদস্য হিসেবে ঢাকা পোস্টের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেদী হাসান ডালিম, অ্যাডভোকেট কনিকা মন্ডল ও অ্যাডভোকেট মো. শাহীনুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

২০২১ সালের ১৪ জুলাই রাতে এক ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী কমিটি ঘোষণা দেন। কমিটি ঘোষণার পর শুভেচ্ছা বক্তব্যে সেলিমা সোবহান খসরু বলেন, মেডিয়েশনকে (মধ্যস্থতা) আমরা সাধারণ মানুষের কাছে বিরোধ মিমাংসায় আস্থার পদ্ধতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

তিনি বলেন, কোভিড চলাকালীন বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে মেডিয়েশনই হতে পারে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা। দেশের মামলাজট নিরসনে একমাত্র মেডিয়েশন পদ্ধতিই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, আমার বাবা বিচার বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্বামীও আইনের লোক ছিলেন। আমি তাই মেডিয়েশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। কাজের মাধ্যমেই এক্ষেত্রে অবদান রাখতে চাই।

কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিমসের রিজওনাল ডিরেক্টর অ্যাডভোকেট খন্দকার রফিক হাসনাইন, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডু। ভার্চুয়াল সভায় অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট হুমায়ন কবির শিকদার, অ্যাডভোকেট মো. আলমগীর হোসেন, অ্যাডভোকেট আফরোজা শারমীন বক্তব্য রাখেন। আগামীদিনে তৃণমুলের মানুষের কাছে মেডিয়েশন আন্দোলন ছড়িয়ে সিএমসি নিত্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস পালন করলো বিমস

বিভিন্ন দিবস পালনেও পিছিয়ে নেই বিমস। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির(বিমস) উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২১ সালের ১৮ জুলাই রোববার রাতে ভার্চুয়ালি এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেডিয়েশন ফোরামের চেয়ারম্যান ড. জর্জ ইসু ফিদা ভিক্টর। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টারের চেয়ারম্যান সেলিমা সোবহান খসরু, এশিয়া-আফ্রিকা মেডিয়েশন এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডু,বিমসের রিজওনাল ডিরেক্টর অ্যাডভোকেট খোন্দকার রফিক হাসনাইন, অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন।

বক্তারা বলেন, একমাত্র মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজে শান্তি আনার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি সে কাজটিই করে যাচ্ছে। একেকজন মেডিয়েটরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে উঠে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে হবে। আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি ভাবে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে মেডিয়েটর বৃন্দ অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ১৭ জুলাই, 'আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস' পালিত হয়। ১৯৯৮ সালের আজকের এই দিনে বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ আদালতটির সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে। তবে যে কোনো দেশেই এই আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। বিশ্বব্যাপী সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধগুলোর বিচার প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করতে বিশ্বের অনেক দেশেই বিচ্ছিন্নভাবে নানা রকমের আন্দোলন হয়েছে। এ ধরনের বিচার প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা মোটেই সহজ ছিল না। এর ধারণা আর প্রেক্ষাপটটিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত এ রকম একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের জেনোসাইড কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। ফলে পরবর্তী সময়ে নুরেমবার্গ ও টোকিওতে সংঘটিত হওয়া অপরাধের বিচার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। গণমানুষের প্রত্যাশাকে আশার আলো দেখিয়ে দিতে সাহায্য করে।

অপরাধ- সেটা যেখানেই হোক আর যে দেশেই হোক, মানুষ যেন বিচার প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে পারে; সেই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন

কমিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টার (সিএমসি) ও জয় জগত বাংলাদেশের উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি দিবস পালন করা হয়।

২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভার্চুয়ালিআন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের আলোচনা সভায় বিভিন্ন দেশের অতিথিরা অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন নেপালের ডক্টর নর্মতা পান্ডে,ইন্ডিয়ার মিস অপূর্বা প্যাটেল, বিজয় ভারতীয়া,বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী,সিএমসির সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট সৃজনী ত্রিপুরা,অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডু প্রমুখ। শান্তি দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সিএমসির চেয়ারম্যান সেলিমা সোবহান খসরু। বক্তারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মেডিয়েশনের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহাত্ম গান্ধী,বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণের তাগিদ দেন বক্তারা।

৭০ বছর আগে জাতিসংঘের প্রস্তাবিত মানবাধিকার আইনকে এবারের মূল প্রতিপাদ্য ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই দিবস পালন করেছে।

একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নম্বর ৩৬/৬৭ প্রস্তাব অনুসারে প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের "তৃতীয় মঙ্গলবার" জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার দিনটিকে "আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে, ২০০১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত ৫৫/২৮২ নম্বর প্রস্তাব অনুসারে ২০০২ সাল থেকে প্রতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর "আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস" হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিচার বিভাগে নতুন দিগন্ত : মেডিয়েশন সনদ পেলেন ২৮০ বিচারক

বাংলাদেশের মেডিয়েশন আন্দোলনের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে সারাদেশের অধস্তন আদালতের বাছাইকৃত ২৮০ জন বিচারক মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে বুনিয়ানি সনদ লাভ করেছেন। এর অংশ হিসেবে ২০২১ সালের ২৩ অক্টোবর দেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন তাদের হাতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সনদ তুলে দেন। রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই সনদ দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাডওয়ার্ড প্রাপ্ত আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী। সনদ দেওয়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ, জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক প্রধান বিচারপতি গীতা মিতাল, জাতিসংঘের অম্বুডসম্যান ড. কেভিন বেরি ব্রাউন, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ মফিজুর রহমান, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ফজলে খোদা মোহাম্মদ নাজির, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জয়শ্রী সমাদ্দার ও বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেডিয়েটর্স ফোরামের চেয়ারম্যান জর্জ যিশু ফিদা ভিক্টর।

করোনাকালীন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) সহযোগিতায় কয়েক ধাপে অধস্তন আদালতের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশের বাছাইকরা মোট ২৮০ জন বিচারক এ প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আহমেদ সোহেলসহ আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন বিশেষজ্ঞরা এ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।একথা বলতেই হবে আধুনিক বিশ্বের মত বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় মামলাজট কমাতে নতুন কৌশল হচ্ছে মেডিয়েশন। একমাত্র মেডিয়েশন পদ্ধতিই মামলাজট কমাতে অ্যান্টিবায়েটিকের মত ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে সরকারের নীতি নির্ধারকসহ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মেডিয়েশন প্রতিপালন বাধ্যতামূলক করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতির যুগান্তকারী বক্তব্য : নতুন মাত্রা পেল মেডিয়েশন আন্দোলন

মেডিয়েশন বিষয়ে বাংলাদেশের ২২তম প্রধান বিচারপতির বক্তব্য বিচারব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মামলাজট কমাতে মেডিয়েশন যে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে প্রধান বিচারপতির বক্তব্যে তা স্পষ্ঠ হয়ে গেছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বলেছেন, বিচারক, আইনজীবী ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে অবশ্যই মেডিয়েশনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তিতে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা, মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হলে তা বিচারের ব্যাপ্তিকে ক্ষুন্ন করে। এতে মামলার পক্ষ সমূহের খরচ বেড়ে যায় এবং আদালতে মামলার জট বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তিনি বলেন, সকল বিচারপ্রার্থী দ্রুত ও সুষ্ঠ বিচার পাওয়ার অধিকারী। সেক্ষেত্রে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করে মেডিয়েশন প্রক্রিয়া মামলাজট নিরসনে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

২০২১ সালের ২৩ অক্টোবর রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সারাদেশের ২৮০ জন বিচারককে সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, মূলত মেডিয়েশন হলো বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি পদ্ধতি। যে পদ্ধতি কিনা আদালত-ট্রাইব্যুনালের প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে থেকে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে মেডিয়েশন

পদ্ধতি খুবই গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হচ্ছে। যার মধ্যে পঞ্চায়েত অন্যতম। পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত বিচার বিভাগ দ্বারাও সমাদৃত হয়ে থাকে।

প্রধান বিচারপতি মেডিয়েশন পদ্ধতির প্রশংসা করে বলেন,মেডিয়েশন পদ্ধতিতে একজন মেডিয়েটরের মাধ্যমেই কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। যেখানে উভয়পক্ষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা হয়। ফলে উভয়পক্ষের সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এটি বিচার বিভাগের ওপর থেকে মামলা চাপ নিরসনে কাজ করে এবং বিচারে সমতা নির্ণয় করে।'

প্রধান বিচারপতি বলেন, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে সফলভাবে দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলায় মেডিয়েশন প্রয়োগ হচ্ছে। বর্তমানে নিউইয়র্কে ১০ শতাংশ দেওয়ানী মামলা বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে থেকেও মেডিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে। কানাডায় প্রায় ৮০ শতাংশ মামলা এভাবে নিষ্পত্তি হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াতেও মেডিয়েশনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

আগামী দিনে সমগ্র বিশ্বেই মামলা নিষ্পত্তিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পন্থা হিসেবে মেডিয়েশন ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাব্যক্ত করেন তিনি।

মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১: সাতজনের নাম ঘোষণা

মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিচার অঙ্গন, রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখায় ৭ জনকে আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি(বিমস)।

রাজধানীর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে বিচারকদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী এ ঘোষণা দেন। ঘোষিত ব্যক্তিরা হলেন, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, বিচারপতি আহমেদ সোহেল, জাতিসংঘের অম্বুসম্যান ড. কেভিন বেরি ব্রাউন,ভারতের জম্মু- কাশ্মীরের সাবেক প্রধান বিচারপতি গীতা মিতাল, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ, জাতিসংঘের অম্বুডসম্যান বিচারপতি জয়েসি অ্যালুস ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা পোস্টের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেদী হাসান ডালিম।

বিমস চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান দিবসে তাদের হাতে মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হবে। এশিয়া-আফ্রিকা মেডিয়েশন ও বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া মেডিয়েটর ফোরামের সহযোগিতায় এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

মেডিয়েশন কমাতে পারে মামলাজট : গণমাধ্যমে বিশেষ প্রতিবেদন

২০২১ সালের ২৬ আগস্ট বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা পোস্টে 'মেডিয়েশন' কমাতে পারে মামলাজট' শিরোনামে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়,সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিচার-ব্যবস্থায় 'মেডিয়েশন' বা 'মধ্যস্থতা' শব্দটি বহুল আলোচিত হচ্ছে। মামলাজট কমাতে মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। এর অংশ হিসেবে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রতিপালন সুপ্রিম কোর্ট থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সারাদেশে বাছাই করা ২৮০ বিচারককে মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে মেডিয়েশন সেন্টার স্থাপনের ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মেডিয়েশন হচ্ছে একটি পথ যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে এবং মামলার জট কমাতে ভূমিকা রাখছে।

এ বিষয়ে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন, মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তিতে মেডিয়েশন আগামী দিনের বিচার-ব্যবস্থায় সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হবে। কারণ, মেডিয়েশনের মাধ্যমে দ্রুত ও কম খরচে মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব।

'অন্যদিকে, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর কেটে যায়। প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তবুও মামলার নিষ্পত্তি হয় না। তাই বিচারপ্রার্থীদের মেডিয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিচারকদের সচেতন করতে হবে। বিরোধ বা মামলা নিষ্পত্তিতে মেডিয়েশন বেস্ট সলিউশন।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের আদালতগুলোতে ৪০ লাখের মতো মামলা বিচারাধীন। মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগই এ জটের নিরসন সম্ভব।

গত ৫ আগস্ট বিচারপ্রার্থীদের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় এবং আদালতে মামলার জটের চাপ কমাতে মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের

পেক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি হয়। সুপ্রিম কোর্টেও জুডিশিয়াল রিফর্মস কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নির্দেশক্রমে আবশ্যিকভাবে মধ্যস্থতার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পালনে এ নির্দেশিকা জারি হয়।

ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী এক বৈঠকে বিরোধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি জমা দেওয়া কোর্ট ফি পর্যন্ত ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফৌজদারি কার্যবিধির ৮৯ (এ) ও ৮৯ (সি) ধারা এবং অর্থঋণ আদালতের ২২ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে থাকা মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালনে নির্দেশিকা জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। ফলে পক্ষগণের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মেডিয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে বিরোধ মীমাংসার জন্য মেডিয়েশন পদ্ধতি সর্বোত্তম। কারণ, এ পদ্ধতিতে বিরোধ মীমাংসা হলে উভয়পক্ষ বিজয়ী হন। কেউ পরাজিত হন না। উভয়পক্ষের মধ্যে 'উইন উইন সিচুয়েশন' বিরাজ করে।

মেডিয়েশন পদ্ধতি বিচার ব্যবস্থায় ফলপ্রসু করতে বিচারক ও আইনজীবীদের একযোগে কাজ করতে হবে বলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এ আইন কর্মকর্তা।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে মেডিয়েশন নিয়ে কাজ করছে 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস)' নামের সংগঠন। বিমস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী বলেন, করোনাকালীন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে আমাদের সহযোগিতায় কয়েক ধাপে অধস্তন আদালতের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সারাদেশে বাছাই করা মোট ২৮০ বিচারক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আহমেদ সোহেলসহ আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন বিশেষজ্ঞরা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

আমি মনে করি আধুনিক বিশ্বের মতো বাংলাদেশের বিচার-ব্যবস্থায়ও মামলার জট কমাতে পারে একমাত্র মেডিয়েশন। এ পদ্ধতি মামলার জট কমাতে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে সরকারের নীতিনির্ধারকসহ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মেডিয়েশন প্রতিপালন বাধ্যতামূলক করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

কক্সবাজারে আইন শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিমসের মিলনমেলা

পর্যটন শহর কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতের তীরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে সম্প্রতি মেডিয়েশন বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্ধ-শতাধিক আইন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে কর্মশালা মিলন মেলায় রুপ নেয়। কর্মশালা থেকে আইন শিক্ষার্থীরা আগামী দিনে একজন দক্ষ মেডিয়েটর হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন। ক্ষুদে আইন বিজ্ঞানীদের চোখে-মুখে ছিল মেডিয়েটর হওয়ার দীপ্ত প্রত্যয়। আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন বিশেষজ্ঞদের কাছে পেয়ে আইন শিক্ষার্থীরা মেডিয়েশন বিষয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে ভোলেননি। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তারা অতিথিদের থেকে মেডিয়েশন বিষয়ে খুটিনাটি জেনে নেন। মেডিয়েশন কী ও মেডিয়েটর কিভাবে হওয়া যায়, শিক্ষার্থীদের মনে উদয় হওয়া এ সংক্রান্ত নানান প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধান অতিথি, আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী ও বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী। মনের ভেতর জমানো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে শিক্ষার্থীরা ছিল উচ্ছসিত।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) এ বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করে। কক্সবাজারের বাংলাদেশ পর্যটন হোটেল শৈবালে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ঢাকা থেকেও অনেকেই এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী। সূচনা বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের শিক্ষক অরুপ রতন

সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিস আশা মাহান্ত। বাংলাদেশের মেডিয়েশনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী। বিশেষ অতিথি হিসেবে মেডিয়েশনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর মিস প্রিয়াংকা চক্রবর্তী, কমিউনিটি মেডিয়েশন সোসাইটি(সিএমসির) চেয়ারম্যান সেলিমা সোবহান খসরু, পুলিশের ডিআইজি তৌফিক মাহবুব চৌধুরী, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার কুন্ডু,ভারতের গুজরাট ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক অপূর্বা প্যাটেল,কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট দেবাজিত বর্মন, পিএমসির পরিচালক স্নিগ্ধা সাহা,বিমসের রিজওনাল ডিরেক্টর অ্যাডভোকেট রফিক হাসনাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো: রাজিদুর রহমান।

কক্সবাজারে আইন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা বিষয়ে বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী বলেন, মেডিয়েশন বিষয়ে সচেনতা করতে আমাদের এই উদ্যোগ। শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। আগামী বিশ্বে আইন শিক্ষার্থীরা একজন মেডিয়েটর হয়ে পেশা হিসেবে মেডিয়েশন হিসেবে বেছে নিতে পারে এই বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি তরুণ প্রজন্মকে মেডিয়েশন বিষয়ে সচেতন করতে পারলেই বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন সফল হবে। মেডিয়েশন আন্দোলনকে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে দেশের নানান প্রান্তে বিমসের ভিন্নধর্মী এ ধরণের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান বিমস চেয়ারম্যান।

সিরাজগঞ্জে বিচারকদের ৪০ ঘন্টাব্যাপী এক্রিডিটেড মেডিয়েটর প্রশিক্ষণের শুভ সূচনা

সারাদেশের বিচারকদের পর্যায়ক্রমে মেডিয়েশন বিষয়ে ৪০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর বিচারকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মেডিয়েটর সনদ। সিরাজগঞ্জের বিচারক ও প্যানেল মেডিয়েটরদেও ৪০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর শুভ সূচনা করা হয়েছে।

১৯ নভেম্বর' ২১ সিরাজগঞ্জ জজ কোর্ট মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী দিনে আশাবাদ ব্যক্ত কওেবাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী বলেন, বাংলাদেশের মেডিয়েশন আন্দোলনে সিরাজগঞ্জের বিচারকরা পদ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।আজ বাংলাদেশের মেডিয়েশন আন্দোলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ বাসীর জন্য। কারণ সিরাজগঞ্জেই প্রথম ৪০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণের শুভ সূচনা হলো। আমি বিশ্বাস করি সিরাগঞ্জের মেধাবী বিচারকরা এ প্রশিক্ষণের পর মেডিয়েশন পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করেকরে বিচার ব্যবস্থায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। আগামী দিনের মেডিয়েশন আন্দোলনে সিরাজগঞ্জকে মেডিয়েশন পদ্ধতি সফল ভাবে প্রয়োগের মডেল হিসেবে দেশের অন্যরা অনুসরণ করবে।

মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মেডিয়েটর হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবেন। বিমস এক্ষেত্রে সব ধরণের সহযোগিতা করবে।

সভাপতির বক্তব্যে সিরাজগঞ্জের জেলা জজ ফজলে খোদা মো. নাজির বিচারকরদের ৪০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য সিরাজগঞ্জকে প্রথম ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত করায় বিমসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর পঙ্কজ কুমার কুন্ডু। সভাপতিত্ব করেন সিরাজগঞ্জের জেলা জজ ফজলে খোদা মো. নাজির। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বেগম সালমা খাতুন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো. তানবীর আহমেদ, বেগম সুপ্রিয়া রহমান, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নাদিরা সুলতানা, সিনিয়র সহকারী জজ বাদল কুমার চন্দ্র, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামান, সহকারী জজ সাইমুন আল ইসলাম, নূর মোহাম্মদ ভূঁইয়া, বেগম লাভলী নাজনীনসহ ১৯ জন প্যানেল মেডিয়েটর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন।

১৭০০ বিচারক দিয়ে মামলাজট কমানো সম্ভব নয়, বিকল্প ভাবতে হবে

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেছেন,বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থায় ৪০ লাখের বেশি মামলা পেন্ডিং আছে। কিন্তু সারাদেশে বিচারক আছে মাত্র ১৬০০ থেকে ১৭০০ র, মতো। এই অল্প সংখ্যক বিচারক দ্বারা এত মামলা কোন দিন নিস্পত্তি সম্ভব নয়। তাই আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে। সেই বিকল্প পদ্ধতিই হতে পারে মেডিয়েশন। মেডিয়েশন পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগই মামলাজট কমাতে পারে।

সিরাজগঞ্জ জজকোর্ট মিলনায়তনে বিচারক ও প্যানেল মেডিয়েটরদের নিয়ে ৪০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি(বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন,বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ভিন্নধারার বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। কম খরচে, স্বল্প সময়ে মামলা নিস্পতি করতে হবে। একমাত্র মেডিয়েশনের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। এ কারণে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিরোধ মীমাংসায় মেডিয়েশন পদ্ধতির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২১ সালের ৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট থেকে মেডিয়েশন বিষয়ে গাইড লাইন প্রকাশ করা হয়েছে। মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা হলে কোন পক্ষ হারে না। উভয়পক্ষের মধ্যে উইন উইন সিচুয়েশন বিরাজ করে।

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে আমরা চেষ্টা করছি বিচার ব্যবস্থায় মেডিয়েশন নামে যে একটি ব্যবস্থা আছে তা সবাইকে স্বরণ করিয়ে

দিতে। মেডিয়েশন সম্পর্কে বিচার প্রার্থীদের সচেতন করতে বিচারকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

আরবিট্রেশন ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে উল্লেখ করে বিচারপতি ইমান আলী বলেন, এক সময় বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির পদ্ধতি হিসেবে আরবিট্রেশনের প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত অল্প সময়ে, কম খরচে বিরোধ মীমাংসায় আরবিট্রেশন ব্যর্থ হয়েছে। আরবিট্রেশন এখন ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে। আরবিট্রেশন যেখানে ব্যর্থ মেডিয়েশন সেখানে সফল। সাধারণ মানুষ যখন মেডিয়েশনের সৌন্দর্য জানতে পারবে তখন সবাই মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় উদ্বুদ্ধ হবে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর পঙ্কজ কুমার কুন্ডু বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সিরাজগঞ্জের জেলা জজ ফজলে খোদা মোঃ নাজির।

মেডিয়েশন আন্দোলনে পথচলায় যারা প্রেরণা

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেডিয়েশন আন্দোলনের শুরুতে অনেক বাঁধা এসেছে, এটা যেমন সত্য। ঠিক তেমনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি, অনেক বিশিষ্টজনের একাত্মতা ঘোষণা, সহযোগিতা, পাশে থাকার অঙ্গীকার মেডিয়েশন আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে আপিল জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা মেডিয়েশন আন্দোলনে বিমসের পথচলাকে সহজ করে দিয়েছে। তিনি নিজে সারাদেশের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণের তত্বাবধান করেছেন, প্রধান প্রশিক্ষকের দায়িত্বে পালন করেছেন। বাংলাদেশের মেডিয়েশন আন্দোলনে বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীর ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো: আশরাফুল কামাল, বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান, বিচারপতি আহমেদ সোহেল, সাবেক আইনমন্ত্রী ও সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতি আব্দুল মতিন খসরু, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, মেডিয়েশন বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মেডিয়েশন আন্দোলনে তাদের ভূমিকা বিমস সব সময় কৃতজ্ঞতা চিত্রে স্বরণ করে।

বিচারপ্রার্থীদের কাছে মেডিয়েশনের উপকারিতা তুলে ধরতে হবে : বিচারপতি ইমান আলী

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেছেন, মামলাজট নিরসনে আমরা একটা নতুন পথে যাচ্ছি। সেই পথ হচ্ছে মেডিয়েশন। মেডিয়েশনটা সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। বিচারকদেরকে মেডিয়েশনের বেনিফিটগুলো বিচার প্রার্থীদের বুঝাতে হবে। গণমাধ্যম, স্যোসাল মিডিয়ায় মেডিয়েশন বিষয়ে প্রচারণা বাড়াতে হবে। সাধারণ মানুষকে আমরা যদি মেডিয়েশনের উপকারিতাগুলো বুঝাতে পারি তাহলে তারা মেডিয়েশনের দিকে চলে আসবে।

২০২২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোলা জেলার বিচারক ও প্যানেল মেডিয়েটরদের ৪০ ঘন্টাব্যাপী ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী দিনে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেন, আমরা একটা নতুন পথে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দু:খ করে বলেছিলেন, যে বাংলাদেশের আইনের কাঠামো বদলাতে হবে। কারণ মামলার জট,মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সুত্রিতার কারণে মানুষ বিচার পাচ্ছে না। বিকল্প একটা ব্যবস্থা বের করতে হবে। তিনি এসব কথা বলেছিলেন সত্তরের দশকে। আজ পর্যন্ত আমরা সেই বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে পারি নাই। সেই বিকল্প ব্যবস্থাই হতে পারে মেডিয়েশন। বর্তমানে বিমসের উদ্যোগে আমরা বাংলাদেশে মেডিয়েশন ব্যবস্থাটা তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ২০২১ সালের প্রথমেই আমরা রংপুরের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেই। এরপর ধারাবাহিক ভাবে সব বিভাগের বিচারকদের মেডিয়েশন বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, মেডিয়েশন বিষয়ে যদিও ২০০৩ সাল থেকে আমাদের আইনের পুস্তকের মধ্যে আছে। কিন্তু মেডিয়েশন তেমন হয় নাই। ২০১২ সালে মেডিয়েশনকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। তথাপি মেডিয়েশন করতে মানুষের অনীহা ছিল। জজ সাহেবদেরও মেডিয়েশন প্রয়োগ করার কোন উদ্যোগ ছিল না। ২০২১ সালের ২১ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটা সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে,যেখানে নিম্ন আদালতের সকল বিচারকদের জন্য মেডিয়েশন কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমরা মেডিয়েশন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। মেডিয়েশন আইনে আছে,করতে হবে, করো বললেই হবে না। সুপ্রিম কোর্ট থেকে ২০২১ সালের ৫ আগস্ট মেডিয়েশন পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই গাইডলাইনে বলে দিয়েছি,পক্ষদ্বয়কে বিশেষ করে আইনজীবীদের বোঝাতে হবে মেডিয়েশন কি জিনিস। মেডিয়েশনের উপকারিতাগুলো বুঝাতে হবে। আমরা বলে দিয়েছি মেডিয়েশনের মাধ্যমে কেউ মামলা নিষ্পত্তি করতে বাধ্য নয়। মেডিয়েশন করতে যাওয়াটা বাধ্য। মেডিয়েশন করার চেষ্টা করতেই হবে। মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে তখন কোর্টে যেতে পারেন। সাধারণ মানুষ মেডিয়েশনের সৌন্দর্য বুঝতে পারলে তারা মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ বা মামলা নিষ্পত্তি করতে উদ্বুদ্ধ হবে। কারণ মেডিয়েশনের মাধ্যমে খুবই দ্রুত সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। খরচও হয় অনেক কম। মেডিয়েশন পদ্ধতি যেকোন বিরোধ নিষ্পত্তি হতে ৬০ দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মেডিয়েশন প্রক্রিয়া ও মেডিয়েটরের খরচটা লিগ্যাল এইড থেকে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বিচারপতি ইমান আলী বলেন, আপিল বিভাগে যেকোন মামলা এত বেশি সময় লাগে আমরা বহু মামলা দেখেছি বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছে। কয়েকমাস আগে ১৯৬৩ সালের মামলা আমরা নিষ্পত্তি করলাম। একটা মামলা নিষ্পত্তি করতে ১৫,২০ এমনকি ৩০ বছরও লেগে যায়।

সুতরাং দ্রুত বিরোধ বা মামলা নিষ্পত্তি করতে বিচারপ্রার্থীদেরকে মেডিয়েশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সচেতনতা। মেডিয়েশনটা সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। বিচার প্রার্থীদের মেডিয়েশনের বেনিফিটগুলো বুঝাতে হবে। টিভিতে,স্যোসাল মিডিয়ায় মেডিয়েশন বিষয়ে প্রচারণা বাড়াতে হবে। সাধারণ মানুষকে আমরা যদি মেডিয়েশনের উপকারিতাগুলো বুঝাতে পারি তাহলে তারা মেডিয়েশনের দিকে চলে আসবে।

অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর পংকজ কুমার কুন্ডুর সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম দিনে বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামীসহ দেশের ও আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভোলার জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মহসিনুল হক,ভোলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক নুরুল আলম মোহাম্মদ নিপু,অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নূরুল ইসলাম, মোঃ ওসমান গনি,যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ মুহাম্মদ জাকারীয়া, আ.ব.ম নাহিদুজ্জামান, মো.সামছুদ্দিন, সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ আলমগীর কবির,সহকারী জজ মোহাম্মদ নাসিম মাহমুদ, বেগম সুমাইয়া রিজভী মৌরী, মোঃ গোলামকিবরিয়া, আবদুল্লা আল হাসিব, মোঃ ফজলুর রহমান,ভোলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরীফ মোঃ সানাউল হক, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অসীম কুমার দে,সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নুরু মিয়া, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আলী হায়দার, মোঃ সুলতান মাহমুদ মিলন ও মোঃ সাইফুল ইসলাম ২০ জন প্যানেল মেডিয়েটর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মামলাজট থেকে মুক্তির পথ মেডিয়েশন ঃ বিচারপতি আশরাফুল কামাল

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল বলেছেন, বাংলাদেশের বিচার বিভাগে ৩০ লাখ মামলাজট লেগে আছে। এই মামলাজট থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে মেডিয়েশন। তাই মেডিয়েশন কে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিচারপ্রার্থী মানুষকে বুঝাতে হবে মেডিয়েশনের সৌন্দর্য। আমি বিশ্বাস করি এক সময় মানুষ বিরোধ বা নিষ্পত্তি করতে স্ব-ইচ্ছায় মেডিয়েশনের দিকে ঝুকবে। ২০২২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোলা জেলার বিচারক ও প্যানেল মেডিয়েটরদের ৪০ ঘন্টাব্যাপী ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি(বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিচারপতি আশরাফুল কামাল বলেন, দেশে যে ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন আছে সেগুলো শর্ট আউট করে অর্ধেক মামলা মেডিয়েশনের মাধ্যমে অল্প সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব। জেলা জজ সাহেবরাও তাদের আদালতে বিচারাধীন মামলাগুলো শর্ট আউট করে বিচারকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন। একজন বিচারক তখনই ভাল মেডিয়েটর হবেন যখন বিচারপ্রার্থী সব মানুষ তাকে ন্যায় বিচারক হিসেবে মনে করবেন।তাই প্রত্যেককে ভাল বিচারক হওয়ার পাশাপাশি যোগ্য মেডিয়েটর হতে হবে।অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর পংকজ কুমার কুন্ডুর সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণ কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামীসহ দেশের ও আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখেন।

মামলাজট নিরসনে ইন্টান্যাশনাল মেডিয়েশন একাডেমী প্রতিষ্ঠার আহবান

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আহমেদ সোহেল বলেছেন,মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মেডিয়েশন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দ্রুত ও কম সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করা যায়। মেডিয়েশনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলে কোন পক্ষ হারে না। উভয়পক্ষের মধ্যে উইন উইন সিচুয়েশন বিরাজ করে। মামলাজট নিরসনে মেডিয়েশন পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২০২২ সালের ৫ মার্চ ভোলা জেলার বিচারক ও প্যানেল মেডিয়েটরদের ৪০ ঘন্টাব্যাপী ভার্চয়ালি প্রশিক্ষণ কর্মশালার চতুর্থ দিনে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি(বিমস) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিচারপতি আহমেদ সোহেল বলেন,বাংলাদেশের বিচার বিভাগে ৪০ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। দিনের পর দিন মামলাজট বেড়ে চলছে। আমি বিশ্বাস করি মামলাজট নিরসনের জন্য মেডিয়েশন সর্বোত্তম পদ্ধতি হতে পারে।

তিনি বলেন, বিচার ব্যবস্থায় মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পশ্চিমা বিশ্বসহ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো সফলতা পেয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে ৪০ হাজার মেডিয়েশন সেন্টার রয়েছে। উন্নত বিশ্বের আদলে বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন একাডেমী স্থাপন করা উচিত। এর অধীনে সারাদেশে মেডিয়েশন সেন্টার স্থাপন করলে মামলাজট নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তিনি মেডিয়েশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

মেডিয়েশন পদ্ধতিকে সাধারণ মানুষের মাঝে জনপ্রিয় করে তুলতে গণমাধ্যম,সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা বাড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর পংকজ কুমার কুন্ডুর সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণ কর্মশালার চতুর্থ দিনে বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামীসহ দেশের ও আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখেন।

বিমসের বিরামহীন পথচলা

মেডিয়েশন আন্দোলনকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তুলতে বিমসের কার্যক্রম থেমে নেই। ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স, ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে মেডিয়েশন সম্পর্কে বিচারপ্রার্থী জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিমস কাজ করছে। এরই মধ্যে ২১০ জন আইনজীবী,বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৫৫ জন সাংবাদিক, ১১৫ জন আইন শিক্ষার্থী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে মেডিয়েশনের প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে। সারাদেশের বিচারকদের নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রশিক্ষণ চলছে। এছড়া বিমস তার স্বীকৃত মেডিয়েটরদেরকে আরো দক্ষ ও চৌকস হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন টপিকসের ওপর প্রতি সপ্তাহে সিরিজ লেকচার পরিচালনা করে আসছে। শান্তির আবাসস্থল হিসেবে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মার্ণের লক্ষ্যে বিমসের এই বিরামহীন পথচলা।

আরো যেতে হবে বহুদুর

প্রতিষ্ঠার ৫ বছরে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) অর্জন কম নয়। বিমসের প্রচেষ্টার কারণেই আইনজীবীদের মধ্যেও মেডিয়েশন ধারণা ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিচারব্যবস্থায় গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে মেডিয়েশন। এটা অবশ্যই আশার কথা। তবে মেডিয়েশন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোন সুযোগ নেই। এখনও পাড়ি দিতে হবে বহুপথ। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের বিচার বিভাগ ৪০ লাখ মামলার জট বয়ে বেড়াচ্ছে। এই মামলার জট নিরসনে ও মামলার উৎসস্থল বন্ধ করতে তৈরি করতে হবে হাজারো বিশেষজ্ঞ মেডিয়েটর। মেডিয়েশন আন্দোলনকে দূর্বার গতিতে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সমাজ থেকে সব অশান্তি, বিরোধের অবসান ঘটিয়ে গড়তে হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কাংখিত সোনার বাংলা।

It cannot be denied that the broad based application of mediation mechanism will surely reduce huge backlog of cases

Justice Syed Mahmud Hossain
Chief Justice of Bangladesh

Reported in 29 BLT 2021 (Journal-35)

It cannot be denied that the broad based application of mediation mechanism will surely reduce huge backlog of cases.

—Justice Syed Mahmud Hossain
Chief Justice of Bangladesh

Hon'ble Chairperson Mr. Justice Muhammad Imman Ali, Senior Most Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh.

Mr. Samarendra Nath Goswami, the learned Advocate of the Supreme Court of Bangladesh and Chairman of Bangladesh International Mediation Soceity (BIMS); Dr. Kevin Berry Brown, Ombudsman, United Nation; Learned Resource Persons; Dear Participants; Ladis and Gentleman.

Assalamualaikum and a very Good Evening.

It is immense pleasure for me to be here in this certificate awarding ceremony organized by Bangladesh International Mediation Society (BIMS). At the very outset, I express my sincere thanks and gratitude to the chairman of BIMS for inviting me to grace the occasion as Chief Guest. I do hereby congratulate the participants for completing 40 hours long Mediation Training Course a success.

2. Mediation is one of the most commonly used ADR techniques. The term ADR has been used to describe various systems that attempt to resolve dispute through methods other than litigation in Courts or Tribunals. Indian sub-continent has a very rich tradition of ADR methods, which were existent in the form of Panchayats. In fact, the Panchayat's decisions were respected by the Judiciary also. Even the Privy Council (Sitannav. Viranna, AIR 1934 (PC) 105) affirmed the decision of the Panchayat in a family dispute. Mediation unlike

arbitration offers a structure to encourage and facilitate direct negotiation between the parties to a dispute without the intervention of a third party. In the mediation process the parties to the dispute themselves arrive at a consensual decision to resolve the dispute with the support of a mediator.

3. Mediation method is participatory and there is scope for the parties to the dispute to participate in the solution finding process. As a result, they honor the solution with commitment. The development of mediation method will provide access to many litigants. It helps in reducing the enormous work load that is imposed on the judiciary. Once the litigation that is pending before the judiciary becomes manageable, the courts will be able to improve the quality of their decisions. All this will go a long way in improving not only the access to justice, but even the quality of justice.

4. During 1970's settlement of civil cases through Mediation was launched in the United States to address increased delay and expense in litigation arising from an overcrowded court system. The judiciaries in Canada and USA have successfully tackled the wave of court cases by adopting mediation in dispensation of justice in civil cases and plea bargain procedure in criminal cases. At present in the state courts of New York only 10% of civil cases finally go through trial processes while about 90% of civil cases are disposed of through mediation at pre-trial stage. In Canada the rate of disposal of civil cases through mediation is above 80%. The judiciaries of Australia and New Zealand are also utilizing mediation as an important tool for speedy settlement of a significant number of civil cases through consensual process. Besides the Australian state judiciaries are also resorting to Fast Track trial procedure for civil cases of public importance. Now those judiciaries cannot conceive of keeping the civil justice delivery system truly functional and effective without mediation mechanism. Mediation is flower of the East, the West smells the perfume of mediation with contentment, but we are lagging behind, therefore, Lawyers, Judges and Stakeholders should come forward with a holistic attitude to dispose of the disputes through mediation.

5. Delay in disposal of cases is a major impediment in the way of dispensation of justice. Delay increases the cost of litigation and creates backlog of cases. Huge backlog is one of the great challenges for our judiciary. Every litigant has a right to speedy and fair trial. Mediation mechanism may be timely medicine for reducing huge backlog of cases. I strongly believe that the Judges with might and main shall try to exhaust the mandatory procedure of mediation laid down in our law before embarking on hearing the dispute on merit.

6. In litigation, one party loses and another wins. It creates differences between the parties. But in mediation system, the parties choose their own remedies in an amicable manner which helps them to maintain their future relationships. This creates and enhances the existing social bonding among the parties. In short, it can be said that the mediation has far reaching ramifications. In the training course, you have learned to surmount the challenges of mediation. I strongly believe that the participants will put their knowledge, wisdom and experience gathered here in this training course in practice and also share their knowledge with colleagues and thereby, the very purpose of the training course will be fulfilled to some extent. It cannot be denied that the broad based application of mediation mechanism will surely reduce huge backlog of cases.

7. Before parting with, I do appreciate BIMS for their tremendous job in imparting training to the Judges and stakeholders. I must conclude recalling the famous words of US President Abraham Lincon emphasizing the deep significance of ADR-

> *"Discourage litigation; persuade your neighbors to compromise, whenever you can. Point out to them the nominal winner is often a real loser, in fees, expenses and waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good person."*

Thank you all. Allah Hafiz.

Speech by hon'ble Justice Syed Mahmud Hossain Chief Justice of Bangladesh on the occation of certificate awarding ceremony organized by Bangladesh International Mediation Soceity (BIMS) held on 23rd December, 2021 at Hotel Intercontinental, Dhaka

ছবিতে

বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলন : এগিয়ে যাওয়ার গল্প

Professor Dr. Gowher Rizvi handing over A Crest (Int'l Mediation Award) to Mr. Justice M. Imman Ali

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড গ্রহন করছেন
আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী

হোটেল সোনারগাওয়ে মেডিয়েটরদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি মোঃ মমতাজউদ্দিন আহমদ

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে বিমসের র‍্যালী

শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতীয় জাদুঘরে বিমসের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা

প্রস্তাবিত মেডিয়েশন আইনের খসড়া আইন কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট হস্তান্তর করছেন বিমসের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি দল

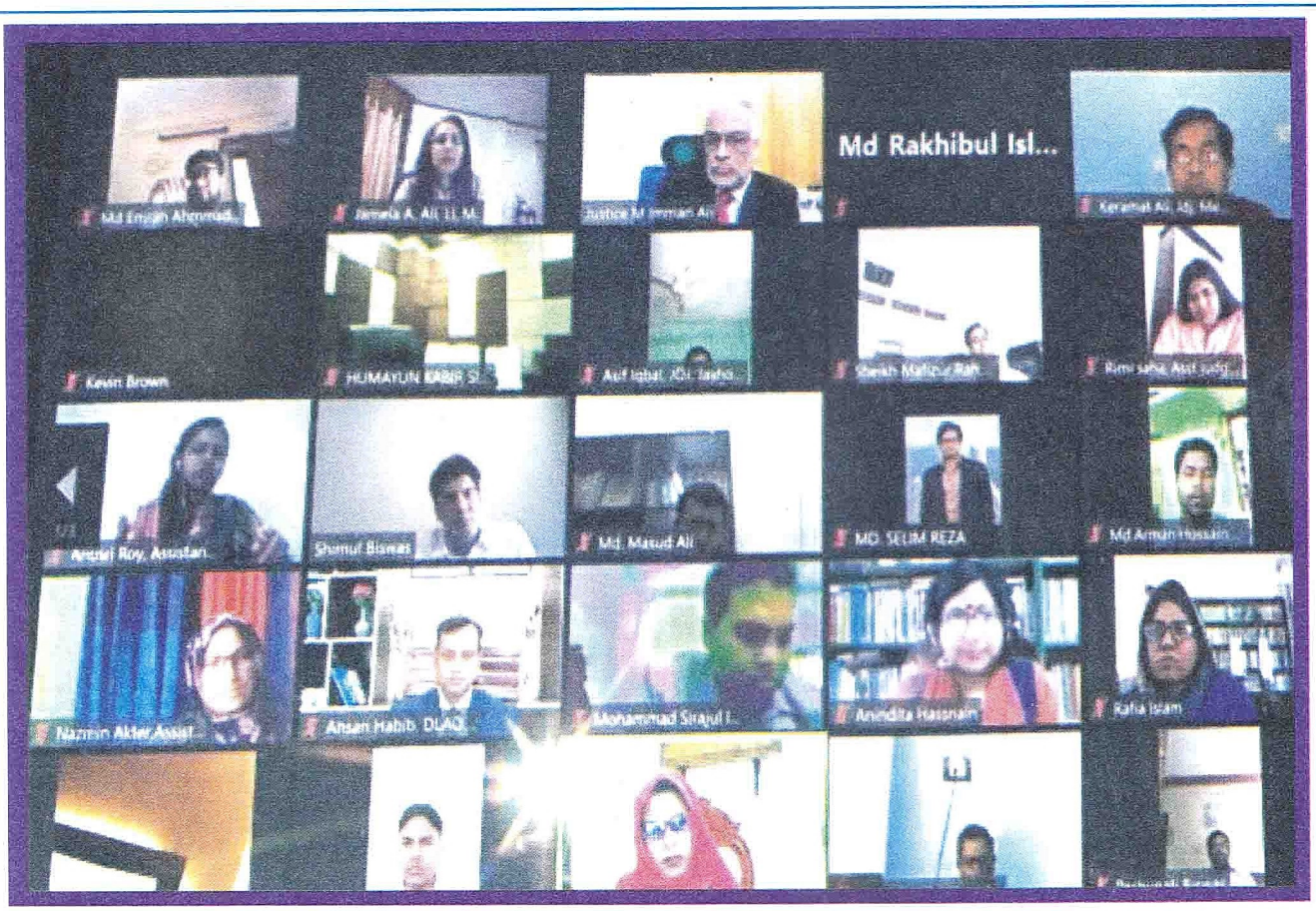

বিচারকদের ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

সিরাজগঞ্জে বিচারক ও প্যানেল মেডিয়েটরদের ৪০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মুন্সিগঞ্জের একটি কলেজে বই হস্তান্তর করছেন বিমসের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস. এন. গোস্বামী

কক্সবাজারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মেডিয়েশন বিষয়ক কর্মশালা শেষে ফটোসেশন

জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকীতে বিমসের আলোচনা সভা

প্রতিষ্ঠার পর বিমসের প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক

সি এম সির চেয়ারম্যান সেলিনা সোবহান খসরু ও সেক্রেটারী সুজনী ত্রিপুরা

বিমসের প্রথম সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন এস. এ. টিভির প্রতিবেদক মোঃ মিজানুর রহমান

বিমসের প্রথম আন্তর্জাতিক সামিটে অ্যাওয়ার্ড গ্রহন করছেন সিনিয়র সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল।

আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন ব্যক্তিত্ব কেভিন ব্রাউনের কাছ থেকে মেডিয়েটর সনদ গ্রহন করছেন সাংবাদিক মেহেদী হাসান ডালিম

তানজানিয়ার দারুস সালামে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে ফটোসেশন

- লেখক পরিচিতি -

মেহেদী হাসান ডালিম, বাবা মরহুম মো: লুৎফর রহমান সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। এখন অবসরে। মা মনোয়ারা খাতুন, গৃহিণী। পৈত্রিক নিবাস সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার চরকৈজুরী গ্রামে। পাবনার বেড়া বি বি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ থেকে এইচ এস সি ও সরকারি অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স-মাস্টার্স পাশ করেন। স্কুলের দেয়ালপত্রিকায় লেখা-লেখির হাতেখড়ি। অনার্স পড়াকালীন সময়ে পাবনার স্থানীয় পত্রিকায় সাংবাদিকতার শুরু। ওই সময় থেকেই বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় লেখা-লেখি করতেন। ২০১২ সালে ঢাকায় অনলাইন-নিউজ পোর্টাল ঢাকা টাইমসে যোগদান করে আইন সাংবাদিকতা শুরু করেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি অনলাইন নিউজ পোর্টাল রাইজিং বিডিতে সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন। এই সময়ে রাইজিং বিডিতে বিখ্যাত আইনজীবী পরিবার, উদীয়মান আইনজীবী নিয়ে তার লেখা গল্প গুলো আইনাঙ্গনে ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা পায়। এসব গল্প নিয়ে ২০১৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি 'আইনেতারুণ্য' নামে তার প্রথম সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ল' টাইমস সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এই সংকলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে তিনি ঢাকা পোস্টের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ল' রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্য। মেহেদী হাসান ডালিম বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির (বিমস) একজন অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর। বাংলাদেশে মেডিয়েশন আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলতে তিনি লেখালেখি করে আসছেন।

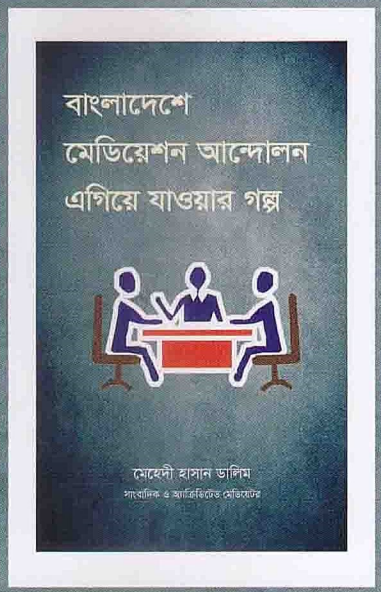

BANGLADESH LAW TIMES

Published & Printed By : Samarendra Nath Goswami, Advocate, 24/1, Segunbagicha, At Present, 9, Circuit House Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Anubhuti Printing Works. Correspondence Address; Manager, BLT Sale's Center, Supreme Court Bar Bhaban (3rd Floor) Dhaka-1000, Bangladesh. Ph.02-9559554, 01712-281344 Price: Tk. 200/-